ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিবন্ধিতা:

সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১

উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিবন্ধিতা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি

গবেষণা তত্ত্বাবধান
এম. জাকির হোসের খান, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি*
আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, প্রাক্তন *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
ফারহানা রহমান, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
নিহার রঞ্জন রায়, প্রাক্তন *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
দিপু রায়, প্রাক্তন *প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন তথ্যদাতাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার এম. জাকির হোসেন খান, শাহজাদা এম. আকরাম ও তথ্য সংগ্রহ পর্যন্ত গবেষণা তত্ত্বাবধায়নে আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, তথ্য সংগ্রহে গবেষণা সহকারী ফারহানা জাহান রাণী এবং তথ্য ভাণ্ডার তৈরিতে সহযোগিতার জন্য ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. নূরে আলম ও প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মতামত প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

মুখবন্ধ **৫**

অধ্যায় এক **৬**

ভূমিকা **৬**

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ৬

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ৯

১.৩ গবেষণার পরিধি ৯

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি ৯

১.৫ তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো ১০

১.৬ গবেষণার সময় ১১

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১১

১.৮ প্রতিবেদনের কাঠামো ১১

অধ্যায় দুই **১২**

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো **১২**

২.১ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ তথা অধিকার প্রতিষ্ঠায় অংশীজন ১২

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও অংশীজনের কার্যাবলী ১৩

২.৩ আইনি কাঠামো ২১

২.৪ সরকারের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ২২

অধ্যায় তিন **২৪**

আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা **২৪**

৩.১ আইন ও বিধিমালা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা, প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় ঘাটতি ২৪

৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ২৫

৩.২.১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ২৫

৩.২.১.১ জনবলের স্বল্পতা ২৫

৩.২.১.২ বেতন-ভাতা সংক্রান্ত ২৭

৩.২.১.৩ নিয়োগ ও স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত ২৭

৩.২.১.৪ দক্ষতা সংক্রান্ত ২৮

৩.২.২ বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ২৮

৩.২.৩ অবকাঠামোগত ও লজিস্টিকস সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ৩১

অধ্যায় চার **৩৫**

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে চ্যালেঞ্জ ও অনিয়ম-দুর্নীতি **৩৫**

৪.১ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় ৩৫

৪.২ বাজেট, কর্মপরিকল্পনা, প্রকল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণ ৩৫

৪.৩ স্বচ্ছতা ৩৬

৪.৪ জবাবিদিহিতা ৩৭

৪.৪.১ জবাবদিহি ব্যবস্থা ও তদারকি ৩৭

৪.৪.২ অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা ৩৭

৪.৪.৩ নিরীক্ষা ৩৭

৪.৫ সংবেদনশীলতা সংক্রান্ত ৩৭

৪.৫.১ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আচরণ ৩৭

৪.৫.২ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্তৃপক্ষের সাড়া প্রদান ৩৮

৪.৬ অনিয়ম-দুর্নীতি ৩৯

***পঞ্চম অধ্যায়* ৪২**

উপসংহার ও সুপারিশ ৪২

৫.১ উপসংহার ৪২

৫.২ সুপারিশ ৪২

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এমন একটি বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে যেখানে সরকার, রাজনীতি, নাগরিক সমাজ এবং সাধারণ মানুষ যে কোনো প্রকার দুর্নীতির প্রভাবমুক্ত হবে এবং সকল সরকারি, বেসরকারি ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করবে। দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন তৈরি করা ও দেশে সুশাসন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে টিআইবি বিভিন্ন গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে টিআইবি সমাজের বিভিন্ন প্রান্তিক, পিছিয়ে পড়া এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ওপর নিয়মিত গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে এ দেশের সকল নাগরিকের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ নিশ্চিত করা, বৈষম্য নিষিদ্ধ করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রসঙ্গে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে [অনুচ্ছেদ ১৫ (ক,ঘ)]। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (২০৩০) কাউকে পেছনে ফেলে না রেখে সকলের উন্নয়নের অঙ্গীকারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতাসহ মানুষদের জীবনমান উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সাংবিধানিকভাবে সমতার অধিকার ও আইনি স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সমাজের এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানসহ নানা ক্ষেত্রে অধিকার লঙ্ঘন, বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। অন্যদিকে, টিআইবি পরিচালিত ২০১৭ সালের জাতীয় খানা জরিপে দেখা যায়, প্রতিবন্ধী ভাতার জন্য অন্তর্ভুক্ত হতে ৪৮% খানা বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। ইতোপূর্বে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার তথা উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বিভিন্ন গবেষণা হলেও তাদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে এই গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে, যেখানে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায়, জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বিভিন্ন লক্ষ্য অনুসারে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠনসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও অংশগ্রহণের ঘাটতি রয়েছে। নীতিগত ও আইনগতভাবে গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে বিদ্যমান কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে এবং তা অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়। রাষ্ট্রীয় বাজেটে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ বাস্তবসম্মত ও যথেষ্ট নয় এবং যে বরাদ্দ দেওয়া হয় তাও নানা অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছায় না। অপরদিকে, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর নিয়মিত তদারকি ও নিরীক্ষা না হওয়ায় অধিকাংশ সেবাগ্রহীতাদের ন্যায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদান কার্যক্রমেও অনিয়ম-দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে।

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক ফারহানা রহমান, নিহার রঞ্জন রায় ও দিপু রায়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন তথ্যদাতাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। টিআইবি'র উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া, খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার এম. জাকির হোসেন খান এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মতামত প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাবিত সুপারিশ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন, টিআইবি এই প্রত্যাশা করছে। এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকের পরামর্শ ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

অধ্যায় এক

ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ (ধারা ১) অনুসারে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি হলেন তারা, যাদের দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত বা ইন্দ্রিয়গত অসুবিধা রয়েছে, যা নানান প্রতিবন্ধকতার সাথে মিলেমিশে সমাজে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তাদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বিঘ্ন ঘটায়।[১] বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি বলতে অটিজম বা অটিজম এস্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা, বাক প্রতিবন্ধিতা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রম, বহুমাত্রিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধিতাকে বুঝিয়েছে।[২] জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদের (২০০৬) আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ২ (৯) ধারা অনুযায়ী প্রতিবন্ধিতা হলো যেকোনো কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিগত বা পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাগ্রস্ত হন। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল নাগরিক সুবিধা তাদের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা ও তাদেরকে এমনভাবে দক্ষ বা উপযোগী করা যাতে তারা সকল নাগরিক সুবিধা নিতে পারে, এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, নীতিনির্ধারণী পর্যায়, শাসন ব্যবস্থা এবং উন্নয়নে বিশদভাবে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হতে পারে যাতে তারা তাদের অধিকার নিশ্চিতের বাইরে যে কোন কর্মসূচির পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ সকল পর্যায়ে মতামত দিতে পারে।

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদে (২০০৬) সকল প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির পূর্ণ ও সমান মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার চর্চা সমুন্নত, সুরক্ষা ও নিশ্চিতকরণ এবং তাদের চিরন্তন মর্যাদার প্রতি সম্মান সমুন্নত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[৩] বাংলাদেশ কর্তৃক ২০০৭ সালের ৯ মে জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ স্বাক্ষরিত ও ২০০৮ সালের ১২ মে ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান অনুস্বাক্ষরিত হয় এবং পরবর্তীতে সনদের আলোকে ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণীত হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকা, বিকশিত হওয়া, আইনি স্বীকৃতি ও বিচারগম্যতা, উত্তরাধিকার প্রাপ্তি, স্বাধীন অভিব্যক্তি, মত প্রকাশ, তথ্য প্রাপ্তি, মাতা-পিতা ও বৈধ বা আইনগত অভিবাবক হওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪]

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (২০৩০) কাউকে পেছনে ফেলে না রেখে সকলের উন্নয়নের অঙ্গীকারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতাসহ সকল মানুষের জীবনমান উন্নয়নের ওপর গুরত্ব আরোপ করা হয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (২০৩০) ও এর বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও জাতীয় সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি, পরিবহন ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান ও সমান মজুরি এবং তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে।[৫] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের

---

[১] *জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ এবং ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান*, ধারা ১, ২০০৬।

[২] *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন*, অক্টোবর ৯, ২০১৩।

[৩] *জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ এবং ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান*, ধারা ১, ২০০৬।

[৪] *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন*, অক্টোবর ৯, ২০১৩।

[৫] টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা - ১.৩, ৪.ক, ৮.৫, ১০.২, ১১.২ ও ১৭.১৮।

লক্ষ্যমাত্রা ১.৩ - ন্যুনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তাসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অরিক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা।

লক্ষ্যমাত্রা ৪ক - শিশু, প্রতিবন্ধিতা ও জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা সুবিধার নির্মাণ ও মানোন্নয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষা প্রদান করা।

লক্ষ্যমাত্রা ৮.৫ - ২০৩০ সালের মধ্যে যুবসমাজ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীসহ সকল নারী ও পুরুষের জন্য পূর্ণকালীন উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জন এবং সমপরিমাণ/সমমর্যাদার কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা ১০.২ - বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান), ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্তন।

সংবিধানে দেশের সকল নাগরিকের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ নিশ্চিত করা, বৈষম্য নিষিদ্ধ করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রসঙ্গে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।[৬] প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে উল্লিখিত অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক সুরক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসূচি গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৭] বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে তাদের জন্য গৃহীত প্রধান কর্মসূচিসমূহের আওতা ও পরিধি সম্প্রসারিত করার উল্লেখ রয়েছে।[৮] এর পাশাপাশি ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে অটিস্টিক শিশুসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সুস্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, মর্যাদা ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অঙ্গীকার করা রয়েছে।[৯]

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজ করছে। বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও তাদের মূলধারার সাথে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন নীতি, আইন, বিধিমালা প্রণয়ন, প্রকল্প ও কর্মসূচিসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে প্রধানত রয়েছে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ও নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিভিন্ন নীতিমালা, প্রকল্প ও কর্মসূচি কার্যকর করার জন্য অধিপরামর্শ ইত্যাদি। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি বিভিন্ন নীতিমালায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এসব নীতিমালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০১৯, জাতীয় শ্রম নীতি ২০১২, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০, এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০০৯। এছাড়া রয়েছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৫ ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা ২০১৫। জাতীয় শিক্ষা নীতিতে (২০১০) সকল ধরনের প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের শিক্ষা গ্রহণে সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি (২০১১) অনুসারে সাধারণ জনগণের পাশাপশি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে। জাতীয় শিশু নীতিতে (২০১১) প্রতিবন্ধিতাসহ শিশুসহ সকল শিশুদের সমান অধিকার নিশ্চিত এবং জাতীয় শ্রম নীতি (২০১২) এ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য কর্মের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈষম্যহীন কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে।

রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনি কাঠামো থাকা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি যা বিভিন্ন গণমাধ্যম ও গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে আসে এবং সুশাসনের আঙ্গিকে গবেষণার চাহিদা সৃষ্টি করে। এসব গবেষণার মধ্যে রয়েছে বাংলদেশে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত[১০], সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক নীতি ও কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা, তাদের মূলধারায় নিয়ে আসার বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে

লক্ষ্যমাত্রা ১১.২ - অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রবীণ মানুষের চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে প্রধানত রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত যানবাহনের সম্প্রসারণ দ্বারা সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সুলভ ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থায় সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা ১৭.১৮ - আয়, লিঙ্গ, বয়স, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, অভিবাসন, প্রতিবন্ধিতা ও ভৌগোলিক অবস্থান এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিসামষ্টিকৃত (বিভাজিত) উন্নতমানের, সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্তের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে সক্ষমতা বিনির্মাণ সহায়তা বৃদ্ধি করা।

[৬] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) ও ১৫ (ঘ)।

[৭] *৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা*, ২০১৫/১৬-২০১৯/২০, পৃষ্ঠা ১০, ১১ ও ১২।

[৮] *সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, জুলাই ২০১৫ অনুসারে মা ও শিশু, কিশোর ও তরুণ, কর্মোপযোগী, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী লোকদের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে হতদরিদ্র/অতিদরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষদের জন্য প্রধান কর্মসূচিসমূহের আওতা ও পরিধি সম্প্রসারিত করা।

[৯] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮*, পৃ. ৬৮।
http://www.sdg.gov.bd/public/files/upload/5c324288063ba_2_Manifesto-2018en.pdf (সংগৃহীত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

[১০] *বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন* সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিজঅ্যাবিলিটি *এমপ্লয়মেন্ট সিচুয়েশন অব পিপুল উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস ইন বাংলাদেশ,* (ঢাকা: সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিজঅ্যাবিলিটি (সিএসআইডি), বাংলাদেশ, ২০০২)।

সচেতনতা এবং গণমাধ্যমে প্রতিবেদনের ধরন সংক্রান্ত[১১], প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের স্কুলে না যাওয়ার কারণ[১২], বয়স ও লিঙ্গভেদে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান[১৩], বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা ও প্রতিবন্ধিতার কারণ সংক্রান্ত তথ্য[১৪], প্রতিবন্ধিতার কারণ[১৫], সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রবেশগম্যতা ও প্রতিবন্ধিতার প্রভাব সংক্রান্ত[১৬]।

প্রতিবন্ধিবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষাসেবার ঘাটতি, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে বাজেট বরাদ্দের ঘাটতি, নিয়মবহির্ভূত অর্থ ছাড়া প্রতিবন্ধী ভাতার কার্ড না পাওয়া, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সচেতনতার ঘাটতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত না হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে।[১৭] আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে প্রতিবন্ধিবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষাসেবার ঘাটতি, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে বাজেট বরাদ্দের ঘাটতি, নিয়মবহির্ভূত অর্থ ছাড়া প্রতিবন্ধী ভাতা কার্ড না পাওয়া, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সচেতনতার ঘাটতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ২০১৯ সালের ১০ই মার্চ সমকাল ও সেন্টার ফর ডিজঅ্যাবিলিটি ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে উঠে আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারিতে হয় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরঅ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে।[১৮] এছাড়া প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বিষয়ে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, মানব বন্ধন, বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার, তাদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা সংক্রান্ত দাবী ও দিবস উদ্‌যাপন সম্পর্কেও তথ্য উঠে এসেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত বিভিন্ন খানা জরিপে দেখা যায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি আছে এমন খানা প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত করতে ঘুষসহ বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতির শিকার হয়েছে। ২০১৭ সালের জাতীয় খানা জরিপে দেখা যায়, প্রতিবন্ধী ভাতার জন্য অন্তর্ভুক্ত হতে ৪৮% খানা বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। তবে ইতোপূর্বে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার তথা উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বিভিন্ন গবেষণা হলেও তাদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। টিআইবি তার কর্মক্ষেত্রের অংশ হিসেবে প্রান্তিক, পিছিয়ে পড়া এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের ১৮ জুলাই টিআইবি আয়োজিত একটি অধিপরামর্শমূলক সভার সুপারিশক্রমে সুশাসনের আঙ্গিকে উন্নয়নে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয় যা বাংলাদেশের প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণে সহায়ক হবে।

---

[১১] *বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন* সোসাল অ্যাসিসট্যান্স এন্ড রিহ্যাবিলিটিশন ফর দা ফিজিকালি ভালনারেবল, *রিপোর্ট অন উইমেন উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস ইন বাংলাদেশ*, (ঢাকা: সোসাল অ্যাসিসট্যান্স এন্ড রিহ্যাবিলিটিশন ফর দা ফিজিকালি ভালনারেবল (এসএআরপিভি), বাংলাদেশ, ২০০৮)।

[১২] *বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন* ক্যাম্পেন ফর পপুলার এডুকেশন *দি স্ট্যাটাস অব আনসার্ভড চিল্ডড্রেন ইন এডুকেশন: চিল্ডড্রেন উইথ ডিজঅ্যাবিলিটি ইন বাংলাদেশ*, (ঢাকা: ক্যাম্পেন ফর পপুলার এডুকেশন (ক্যাম্পে), বাংলাদেশ ২০১১)। https://www.campebd.org/Files/16032014020857pmChildren_with_Disability_in_Bangladesh.pdf (সংগৃহীত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

[১৩] *বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন* তারেক, মো. ঈসমাইল, শরীফা বেগম ও ইয়াসুহিকো শৈত (২০১৪) *ইনইকুয়ালিটি ইন ডিজঅ্যাবেলিটি ইন বাংলাদেশ*, (জার্নাল প্লস, জুলাই ২০১৪)। https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0103681(সংগৃহীত ১২ আগস্ট ২০২০)।

[১৪] *বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন* উন্নয়ন অন্বেষণ *ডিজঅ্যাবিলিটি ইন বাংলাদেশ: প্রিভ্যালেন্স, নলেজ, এটিটিউডস এন্ড প্রাকটিসেস*, (ঢাকা: উন্নয়ন অন্বেষণ, ২০১২)।

[১৫] *বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন* মনিরুজ্জামান এম, এম এম জামান, এস আর মাসরেকি এবং অন্যান্য *প্রিভ্যালেন্স অব ডিজঅ্যাবিলিটি ইন মানিকগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট অব বাংলাদেশ: রেজাল্ট ফ্রম এ লার্জ স্কেল ক্রস সেকশন সার্ভে, বিএম জে অপেন ২০১৬;* 6: e010207. doi:10.1136/ bmjopen-2015-010207। http://www.searo.who.int/bangladesh/publications/bmj_open_disability.pdf (সংগৃহীত ২ এপ্রিল ২০১৯)।

[১৬] *বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন* উদ্দিন, মোহাম্মদ আহসান এবং এ. রঞ্জু আহমেদ *ইমপ্যাক্ট অব ডিজঅ্যাবিলিটি অন দি কোয়ালিটি অব লাইফ অব আরবান ডিজঅ্যাবলড পিপল অব বাংলাদেশ, ২০১০*। https://www.researchgate.net/publication/228209208_Impact_of_Disability_on_Quality_of_Life_of_Urban_Disabled_People_in_Bangladesh, (সংগৃহীত ২ এপ্রিল ২০১৯)।

[১৭] উদাহরণ হিসেবে দেখুন *প্রথম আলো*, 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব জাতীয় স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে করণীয়', ২৮ মে ২০১৭; 'প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ বাজেট ও প্রতিবন্ধী', ৭ মে ২০১৫; ' প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির তাগিদ', ৮ মে ২০১৫; *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অনুমোদন লাগবে', ১৯ আগস্ট ডিসেম্বর ২০১৯; 'প্রতিবন্ধীদের অধিকার: অনেক অভিযোগ সংগঠনগুলোর', ডিসেম্বর ২০১৭; *ইত্তেফাক*, 'টাকা ছাড়া হয় না বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধি ভাতা কার্ড', ৯ মে ২০২০; 'প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক স্কুলে বানিয়ে নিয়োগ বাণিজ্য', ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯; ' প্রতিবন্ধীদের অধিকার রক্ষায় কর্মপরিকল্পনার তাগিদ' ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

[১৮] *সমকাল*, 'প্রতিবন্ধিতাবান্ধব একীভূত দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: বর্তমান অবস্থা ও করণীয়', ১০ মার্চ ২০১৯।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য উন্নয়নে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জসমূহ নিরূপণ করা;
- প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা;
- বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

১.৩ গবেষণার পরিধি

এই গবেষণায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি বলতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে উল্লিখিত সকল প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। এখানে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি কেন্দ্রিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (জেপিইউএফ), নিউরো ডেভেলপমেন্টাল সুরক্ষা ট্রাস্ট (এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট), শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, জেলা ও শহর/উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ১০৩ টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র (৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলা), সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি হাসপাতাল, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) এবং সেবাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এ গবেষণায় বিবেচনা করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সুশাসনের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ সেবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বরাদ্দ, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (জনবল ও নিয়োগ প্রক্রিয়া, বেতন-ভাতা, সক্ষমতা) অবকাঠামো, লজিস্টিকস ব্যবহার, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের কমিটি গঠন ও কার্যকরতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতা, জবাবদিহি ব্যবস্থা, তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা, কর্মপরিকল্পনা, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে চাহিদা যাচাই, অংশীজনের অংশগ্রহণ, সমন্বয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত তথ্য, যেমন প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণ ও সুবর্ণকার্ড বিতরণ, প্রতিবন্ধী ভাতা, ঋণ, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, পরিবহন, বিচারিক সেবা, দুর্যোগকালীন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা, নিরাপদ ও উপযোগী স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, এসকল ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ, অনিয়ম ও দুর্নীতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ সাতটি (৭টি) সুর্নিদিষ্ট নির্দেশক যেমন সক্ষমতা, সমন্বয়, অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সংবেদনশীলতা, এবং অনিয়ম দুর্নীতি সূচকের আলোকে চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রযোজ্যক্ষেত্রে আইনি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা; গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ উৎস হতে নতুন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পরোক্ষ তথ্য যাচাই বা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংখ্যাগত তথ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ গবেষণায় মূলত বিভিন্ন ধরনের গুণগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি যেমন দলীয় আলোচনা, সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার এবং প্রাসঙ্গিক নথিপত্র ও গ্রন্থ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৪.১ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

গবেষণায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত তথ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি[১৯], প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদফতর ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ওয়েবসাইট থেকে বাজেট, প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত তথ্য ও প্রতিবেদন, বিভিন্ন ধরনের প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্র, নির্দেশনা,

---

[১৯] এই গবেষণায় প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০১৯, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য উপাত্ত ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৯, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৫ (তৃতীয় সংস্করণ), অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে ঋণ সহায়তা কার্যক্রম নীতিমালা ২০১৩, প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০০৯, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৫ ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা ২০১৫ ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত নথি, গবেষণা প্রতিবেদন, টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ এর তথ্যভান্ডার ও সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি সংক্রান্ত সংবাদ ও প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত চেকলিস্ট ব্যবহার করে পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য কী কী তথ্য প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরবর্তীতে পরোক্ষ তথ্যের সত্যতা যাচাই এবং নতুন প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য প্রত্যক্ষ উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং স্থানীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য সকল অংশীজন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি এবং তার পিতা-মাতা বা পরিচর্যাকারীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় ঢাকা, সিলেট, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের বিভাগীয় পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জেলা ও উপজেলা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের (সমাজ সেবা অধিদফতর, সমাজসেবা অফিস, শহর সমাজসেবা অফিস, জেপিইউএফ, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি ও সমন্বিত বিদ্যালয়সমূহ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতালসমূহ, আদালত, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে ব্যবহৃত আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ, রাস্তাঘাট, গণপরিবহন) ওপর প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য যেসব কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে চেকলিস্ট ব্যবহার করে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা এবং পর্যবেক্ষণ। এই প্রতিবেদনের জন্য সাক্ষাৎকার, দলীয় অলোচনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য টিআইবি'র গবেষকেরা সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিল।

মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার: গবেষণায় ৭৩ জন মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। প্রত্যক্ষ তথ্যের জন্য প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের পরিচর্যাকারী বা অভিভাবক, সমাজসেবা অধিদফতর ও শাখা কর্যালয়, জেপিইউএফ, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট, প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, এনজিও কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

দলীয় আলোচনা: গবেষণায় ৬টি দলীয় আলোচনা করা হয়। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও পরিচর্যাকারী বা অভিভাবকদের নিয়ে এবং প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৬-১২।

পর্যবেক্ষণ: গবেষণায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাইরে নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় এনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট ও সাধারণ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়, বাক ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ শিশুদের আবাসিক ভবন ও সংশ্লিষ্ট কার্যালয় বা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা, নিরাপদ ও উপযোগী বা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, এবং তথ্যের উন্মুক্ততায় বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি পর্যবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১.৫ তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো

মাঠ পর্যায়ের তথ্য কমপক্ষে তিনটি ভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে এর সত্যতা যাচাই করা হয় এবং পরোক্ষ তথ্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা এবং পর্যবেক্ষণ করা হয়। এসব তথ্য সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয় (সারণি ১) ।

সারণি ১: তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের নির্দেশক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়
আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	• আইন, বিধি ও নীতিমালা • বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা • মানবসম্পদ • অবকাঠামো ও লজিস্টিকস
সমন্বয়	• সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়
অংশগ্রহণ	• বাজেট • কর্মপরিকল্পনা • প্রকল্প
স্বচ্ছতা	• তথ্য ব্যবস্থাপনা • তথ্যে অভিগম্যতা
জবাবদিহিতা	• জবাবদিহি ব্যবস্থা • তদারকি • অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা • নিরীক্ষা

সুশাসনের নির্দেশক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়		
সংবেদনশীলতা	• প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আচরণ	• কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্তৃপক্ষের সাড়া প্রদান	
অনিয়ম-দুর্নীতি	• দায়িত্বে অবহেলা	• ঘুষ লেনদেন	• আত্মসাৎ

১.৬ গবেষণার সময়

২০১৯ এর ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ২০২০ এর নভেম্বর পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ বাংলাদেশের সকল অংশীজনের প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে বিদ্যমান সুশাসনের সমস্যার ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

১.৮ প্রতিবেদনের কাঠামো

এই প্রতিবেদনে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পরিধি এবং গবেষণা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তির সাথে সংশিষ্ট অংশীজন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, আইনি কাঠামো, অংশীজনের কার্যাবলী এবং এর উল্লেখযোগ্য অর্জন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ, বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, লজিস্টিকস ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ, এবং অবকাঠামোগত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সমন্বয়, অংশগ্রহণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্যে অভিগম্যতা, দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি ব্যবস্থা, সংবেদনশীলতা সংক্রান্ত, এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রাপ্তিতে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বিরাজমান সমস্যার সার্বিক পর্যবেক্ষণ, এবং সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় দুই

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

২.১ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ তথা অধিকার প্রতিষ্ঠায় অংশীজন

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বিভিন্ন ধরনের সরকারি সেবা প্রদানের সাথে সংশিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে প্রধান দায়িত্ব পালন করে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বিভিন্ন সেবা দানের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ দেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট বাজেটও এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তৈরি হয়ে থাকে। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে সমাজসেবা অধিদফতর ও এর অধীনস্থ সকল কার্যালয়, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (জেপিইউএফ), শারিরীক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (চিত্র ১)। সমাজসেবা অধিদফতর ও অধীনস্থ কার্যালয়ের অধীনে রয়েছে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ও জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র। জেপিইউএফের অধীনে রয়েছে ৬০টি এমপিওভুক্ত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ও ২টি প্রতিষ্ঠান, ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, অটিজম রিসোর্স সেন্টার। এছাড়া জেপিইউএফ অনুমোদিত কিছু এনজিওকে অনুদান দিয়ে থাকে যারা প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, সহায়ক উপকরণ বিতরণ, এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম।

চিত্র ১: প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী প্রধান অংশীজন ও তাদের কার্যক্রম

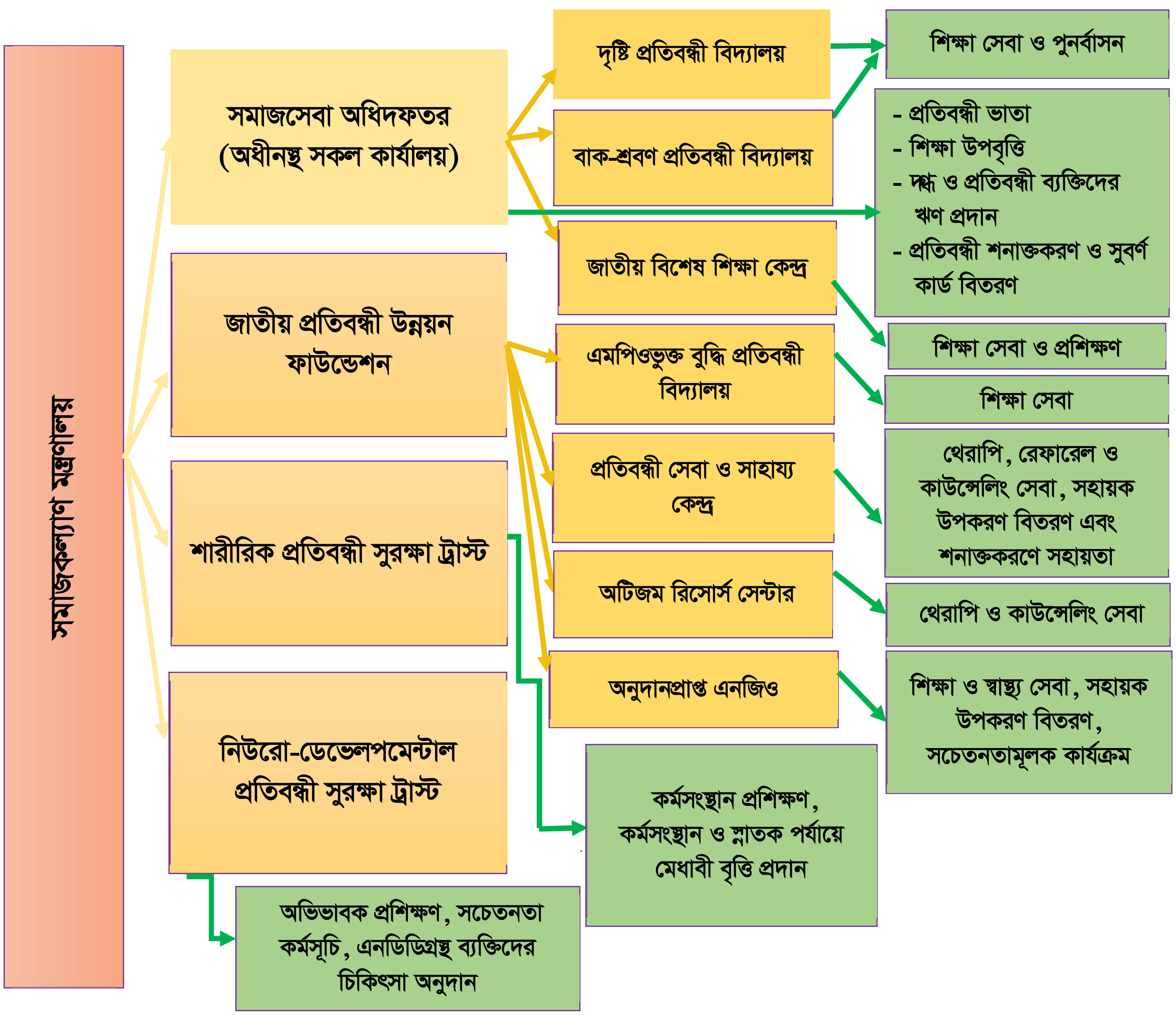

এছাড়া সমন্বিত সেবাদানের উদ্দেশ্যে যে সকল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। এছাড়া বিনোদন বা অন্যান্য সেবার প্রয়োজনে রয়েছে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কার্যালয়সমূহ। এছাড়া বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য রয়েছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও।

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও অংশীজনের কার্যাবলী

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৮৪ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সিডা) এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় টংগীতে শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এর শিল্প উৎপাদন ইউনিট 'মৈত্রী শিল্প' স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে সরকার ১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর 'শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট' নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করে এবং উক্ত ট্রাস্টের আওতায় গঠিত বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর নিকট 'মৈত্রী শিল্প' হস্তান্তর করে।[২০]

১৯৯৭ সনের ৩রা ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত দ্বিতীয় দক্ষিণ এশিয়া সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন সম্মেলনে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়নে তহবিল গঠনের পরামর্শ প্রদান করেন। এরপর থেকেই প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি সংশিষ্ট সেবা কার্যক্রম প্রসারিত হয়। দেশের প্রতিবন্ধিতাসহ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য দ্য সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ এর আওতায় ১৯৯৯ সালে জেপিইউএফ নিবন্ধিত হয় ও এর সংঘস্মারক ও গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়। ২০০০ সালে জেপিইউএফকে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা হিসেবে ন্যস্ত করা হয়। ২০১৩ সালে জাতীয় সংসদে 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩' অনুমোদিত হয়। উক্ত আইনের আওতায় ২০১৪ সালে গঠিত হয় 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট' যা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন নবীনতম সংস্থা।[২১]

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সমাজসেবা অধিদফতর ও এর কার্যালয়সমূহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজসেবা অধিদফতর ও এর ১০০৬টি কার্যালয়সমূহ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য যে সমস্ত কার্যক্রম[২২] করে তা নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হলো -

১.দপ্ত ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম: দপ্ত ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে। ব্যক্তি যে কাজে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী সে কাজের জন্য তাকে অথবা তার পরিবারকে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। দপ্ত ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি যাদের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় এক লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে নয়, তাদেরকে ৫,০০০ টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। ঋণ গ্রহণের পর ৫% সার্ভিস চার্জসহ সমান ২০ কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়। এছাড়া চিকিৎসা সহায়তা বাবদ এককালীন সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা আছে।[২৩]

২.অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা: অসচ্ছল প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দুঃস্থ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনা এ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ দায়-দায়িত্বের অংশ হিসেবে ২০০৫-০৬ অর্থ বছর হতে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচির প্রবর্তন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিকে মাসিক ৭৫০ টাকা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতার আওতায় রয়েছে ১৮ লক্ষ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি।

৩. প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি: উপবৃত্তি প্রদানে প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩ অনুসরণ করা হয়। সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে শুরুতে ১২ হাজার ২০৯ জন এর আওতায় আসে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে

---

[২০] সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট- https://msw.gov.bd/site/page/13f55e53-240f-4cbb-a2b1-d794387db7e2/মন্ত্রণালয়ের-ইতিহাস (সংগৃহীত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

[২১] *প্রাগুক্ত।*

[২২] সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য-http://www.dss.gov.bd (সংগৃহীত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

[২৩] সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য- http://www.dss.gov.bd/site/page/9777413f-db00-4f4a-9027-9b48b7ea7f29/দক্ষ-ও-প্রতিবন্ধী-পুনবাসন-ও-আশ্রয়ন (সংগৃহীত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

এ সংখ্যা ১ লক্ষ। বর্তমানে মাসিক উপবৃত্তির হার প্রাথমিক স্তরে ৭৫০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৯০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১,৩০০ টাকা।

৪. প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি: দারিদ্র্য নিরসন ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য উপযোগী চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতার ধরন চিহ্নিতকরণ, মাত্রা নিরূপণ ও কারণ নির্দিষ্টপূর্বক প্রতিবন্ধিতাসহ জনগোষ্ঠী'র সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের নিমিত্তে দেশব্যাপী 'প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি' গ্রহণ করা হয়। প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির উদ্দেশ্য বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতাসহ জনগোষ্ঠীর পরিবার/ব্যক্তির সংখ্যা নির্ধারণ; দেশে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ; প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিকে নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র প্রদান; প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের ছবিসহ তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ প্রস্তুত করে এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সকল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ব্যবহার উপযোগীকরণ; সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পে সঠিকভাবে প্রতিবন্ধিতাসহ জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যভুক্ত করা এবং লক্ষ্যভুক্তির কৌশল সহজতর করা এবং প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবন্ধিতাসহ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিত করা।[২৪]

দেশব্যাপী প্রসারের পূর্বে পদ্ধতিগত কার্যকারিতা নির্ভুল করার জন্য ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে পাইলটভিত্তিতে গোপালগঞ্জ জেলা এবং জামালপুর সদর, বরুড়া (কুমিল্লা), পবা (রাজশাহী), মোড়েলগঞ্জ (বাগেরহাট), বরিশাল সদর, চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) ও ফুলবাড়ি (দিনাজপুর) উপজেলাসহ সর্বমোট ১২ টি উপজেলা ও দুইটি ইউসিডিতে জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়। নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত শনাক্তকরণ কর্মসূচির আওতায় প্রায় ২১ লক্ষ ৪৩ হাজার প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি নিবন্ধিত হয়েছে।

৫. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি: প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের কল্যানমূলক ও উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচিসমূহ নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো-

বিশেষ শিক্ষা

ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগীয় শহরে বিদ্যালয়গুলো অবস্থিত। এখানে নার্সারী হতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। দৃষ্টি, বাক, শ্রবণ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা এখানে লেখাপড়ার সুযোগ পায়। এখানে ৩০ জন ছেলে ও ২০ জন মেয়ের আবাসিক ব্যবস্থা সহ থাকা-খাওয়া, শিক্ষা উপকরণসহ সকল কিছু বিনামূল্যে সরকারিভাবে সরবরাহ করা হয়।

সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম (সকল জেলা):

১৯৭৪ সালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের জন্য সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের জন্য সমাজসেবা অধিদফতর ৬৪টি জেলায় একটি করে সমন্বিত বিদ্যালয় চালু করেছে। সেখানে প্রথম শেণি হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া শিখানো হয়। ৬৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৮টি আবাসিক এবং ৩৬টি অনাবাসিক প্রতিষ্ঠান, অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬৪০। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক বিদ্যালয়টি পরিচালনা করেন। সরকারের রাজস্ব খাত থেকে স্কুলগুলো পরিচালনা করা হয়। সরকারের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে ৬৪টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬টি বিদ্যালয় পরিচালনা করেন অ্যাসিস্ট্যান্স ফর ব্লাইণ্ড চিল্ড্রেন (এবিসি) নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। ৬৪টি বিদ্যালয়ের কোথাও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ মেয়েদের পড়ার সুযোগ নেই। তবে সালনা, গাজীপুরে এ্যাসিস্ট্যান্স ফর ব্লাইণ্ড চিল্ড্রেন নিজস্ব পরিচালনায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ মেয়েদের জন্য একটি সমন্বিত আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখেছে, যেখানে আসন সংখ্যা মাত্র ১০টি এবং তা বাংলাদেশে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ মেয়েদের জন্য একমাত্র সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা।

সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 'রিসোর্স শিক্ষক' প্রাপ্ত আবেদনপত্রের তালিকা প্রস্তুত করে ভর্তি কমিটির সভার মাধ্যমে ছয় থেকে ষোল বছর বয়সী দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থী নির্বাচন করেন। অতঃপর আবেদনকারীকে অবহিত করার মাধ্যমে ভর্তি সম্পন্ন করা হয়। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রেইল পদ্ধতিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষা লাভ করে এবং রিসোর্স শিক্ষক পাঠদান তদারকি করেন। বিনামূল্যে ব্রেইল বই ও অন্যান্য সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করা হয়। আবাসন, খাদ্য এবং চিকিৎসা বিষয়ক সকল প্রকার ব্যয়ভার সমাজসেবা অধিদফতর থেকে নির্বাহ করা হয়।

---

[২৪] সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য-http://www.dss.gov.bd/site/page/8759afa5-c60b-41d0-b317-c4fa3c199c85/ (সংগৃহীত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও বরিশাল জেলায় ব্রেইল পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এসকল বিদ্যালয়ে প্রথম শেণি হতে দশম শেণি পর্যন্ত লেখাপড়া শিখানো হয়। বিনামূল্যে ব্রেইল বই ও অন্যান্য সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করা হয়। আবাসন, খাদ্য এবং চিকিৎসা বিষয়ক সকল প্রকার ব্যয়ভার সমাজসেবা অধিদফতর থেকে নির্বাহ করা হয় এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের পুনর্বাসন করা হয়।

সরকারি বাক - শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বিশেষ শিক্ষার জন্য স্পেসাল এডুকেশন ফর স্পিস এন্ড হেয়ারিং ইমপেয়ার্ড চিলড্রেন (Special Education for Speech & Hearing Impaired Children) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, ফরিদপুর ও চাঁদপুরে ৭টি বিদ্যালয় রয়েছে। বরিশালে জাতীয় বধির সংস্থা কর্তৃক ১০০ আসন সংখ্যার একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে বিধায় সেখানে এই বিদ্যালয় নেই। এসকল বিদ্যালয়সমূহ সরকারি রাজস্ব বাজেট থেকে পরিচালিত হয়। এখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সরকারি খরচে বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হয়। ফরিদপুর, চাঁদপুর ও সিলেটের বিদ্যালয়গুলো ছাড়া বাকিগুলো দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়গুলোর সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।

পিএইচটি সেন্টার (মিরপুর - ঢাকা, মুরাদপুর চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা)

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফরের মাধ্যমে ৫টি পিএইচটি সেন্টার নামে পরিচিত কেন্দ্রে বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের পাশাপাশি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ও আছে।

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান (রাউফাবাদ, চট্টগ্রাম)

প্রতিবন্ধিতার ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ৬-১২ বছরের মধ্যে বাচ্চাদের এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করার অনুমতি দেওয়া হয়। খাদ্য, বাসস্থান এবং প্রশিক্ষণ এই প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (এনটিআরসিবি, টঙ্গী, গাজীপুর)

দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে ইআরসিপিএইচ এর অভ্যন্তরে এ কেন্দ্রটি চালু করা হয়েছে। আবাসিক সুবিধাসম্পন্ন এ প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে যে সকল সেবা/প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তা হলো - বাঁশ ও বেতের কাজের প্রশিক্ষণ (৬ মাস মেয়াদি) ও হাঁস-মুরগী প্রতিপালন এবং চলাচলের ওপর প্রশিক্ষণ (৬ মাস মেয়াদি); খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা; বেসরকারি ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা; প্রশিক্ষণ শেষে ৪,০০০ টাকা হারে পুনর্বাসন ভাতা; এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের আবাসন ও প্রতিপালন। প্রতিটি কার্যক্রমে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত 'রিসোর্স শিক্ষক' এর তত্ত্বাবধানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ শিশুদেরকে ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ, টঙ্গী গাজীপুর)

১৯৭৮ সালে বাক-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে ইআরসিপিএইচ স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ১৩৫টি। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের শিক্ষা ও সহায়ক উপকরণ তৈরি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও পুনর্বাসনকল্পে ১৯৭৮-৮৭ সনে প্রকল্পের মাধ্যমে 'সিডা' ও সুইডিশ ফ্রি মিশনের কারিগরি সহায়তায় শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ) স্থাপন করা হয়। কেন্দ্র প্রতিষ্ঠালগ্নে চালুকৃত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদেরকে পুনর্বাসন বর্তমানের বাজার চাহিদার সাথে যুগোপযোগী নয়। ফলে এ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে রয়েছে।[২৫]

---

[২৫] ইআরসিপিএইচের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য-http://www.ercph.gov.bd/site/page/0cc8456f-a3f1-4b9f-800b-ed14a9cee792/(সংগৃহীত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র (আরআরসি, ফকিরহাট, বাগেরহাট)

বাগেরহাটের পুরুষ শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন কেন্দ্রটি (আরআরসি) জরাজীর্ণ হওয়ায় বর্তমানে তা বন্ধ রয়েছে। সারা দেশের পুরুষ শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এর একটি ঢাকার গাজীপুরে এবং অন্যটি বাগেরহাটে। গাজীপুরেরটি চালু থাকলেও বাগেরহাটেরটি গত ছয় বছর ধরে বন্ধ রয়েছে।[২৬]

এতিম ও প্রতিবন্ধিতাসহ ছেলে মেয়েদের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সমাজসেবা অধিদফতরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ায় অমনোযোগী এতিম ও প্রতিবন্ধিতাসহ শিশুদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানদের প্রেরিত তালিকানুসারে ভর্তি করে লালন-পালন ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মেধা সম্পন্ন ন্যূনতম ১৫ বছর বয়সী ৮ম শ্রেণি উত্তীর্ণ মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে ভর্তিযোগ্য নিবাসী না পাওয়া গেলে প্রশিক্ষনার্থীদের (১৫-২৫ বছর বয়সী) ভর্তি ক্ষেত্রে গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়ে থাকে।

৬. কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র (স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর): জুলাই ১৯৯১ হতে জুন ১৯৯৫ সালে ইআরসিপিএইচ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য ব্রেইল প্রেস ও কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র (বিপিএএলসি) স্থাপিত হয়। শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য কৃত্রিম হাত-পা, ক্রাচ, ব্রেইস, স্টিক এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের শ্রবণশক্তি পরিমাপসহ হিয়ারিং এইড ও এয়ারমোল্ড তৈরি করে স্বল্প মূল্য অথবা বিনামূল্যে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চাহিদা অনুসারে সার্ভিস ও মেরামত সুবিধা দেওয়া হয়। ডিসেম্বর ১৯৯৫ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত এ কেন্দ্র হতে কৃত্রিম অঙ্গ ২০৬টি, হিয়ারিং এইড সহ এয়ারমোল্ড সার্ভিসিং ইত্যাদি মোট ২৬৫টি প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।[২৭]

৭. ব্রেইল প্রেস (স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর): ব্রেইল প্রেস ও কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র (বিপিএএলসি) এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো কৃত্রিম অঙ্গ বিনামূল্যে ও স্বল্প মূল্যে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের মধ্যে ধরন অনুযায়ী সরবরাহ করা। বিক্রিত অর্থ সরকারী অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকে জমা রাখা হয়। পুনরায় উৎপাদন কাজে ঐ অর্থ ব্যয় করা হয়। চাহিদা অনুযায়ী ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ হতে কাঁচামাল ক্রয় করা এবং অনুদান দেওয়া যায়। কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্রের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনে বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা নেওয়া যায়। এসকল সেবা প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের প্রথম ১৫ দিনের মধ্যে দেওয়া হয়।[২৮]

৮. দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম: প্রতিবন্ধিতাসহ শিশুদের জন্য ৮টি বালিকা হোস্টেল, ১১টি বালক হোস্টেল নির্মাণ এবং ১৬টি বালক হোস্টেল সম্প্রসারণ করা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯।[২৯]

৯. জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র (মিরপুর-১৪, ঢাকা): বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় রাজধানী ঢাকার মিরপুরে জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র নামে একটি কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৯২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি এ কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়। জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর মোট পদ ৭৫টি। প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টি, বিশেষ শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও বিতরণসহ সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করে তোলাই এ কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। এ কেন্দ্রে রয়েছে বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, হোস্টেল ও রিসোর্স সেকশন। মানসিক, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তিনটি পৃথক বিদ্যালয়সহ রয়েছে ছয়টি হোস্টেল। বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ এ বিএসএড (ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন) কোর্স চালু

---

[২৬] *দেশ রূপান্তর*, 'বাগেরহাটে ছয় বছর বন্ধ প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র', ৬ জানুয়ারি ২০১৯ https://www.deshrupantor.com/home/printnews/115348/2019-01-06 বাগেরহাটে ছয় বছর বন্ধ প্রতিবন্ধী পুনবাসন কেন্দ্র (সংগৃহীত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

[২৭] ইআরসিপিএইচের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য-http://ercph.portal.gov.bd/site/page/f86d9d86-7cdf-4e1f-9a99-2332e70669d1/কৃত্রিম-অঙ্গ (সংগৃহীত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

[২৮] ইআরসিপিএইচের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য- http://ercph.portal.gov.bd/site/page/f86d9d86-7cdf-4e1f-9a99-2332e70669d1/ব্রেইল-প্রেস-ও-কৃত্রিম-অংগ-উৎপাদন-শাখা (সংগৃহীত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

[২৯] সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য- http://www.dss.gov.bd/site/project/2436a02e-50fa-41af-b5dc-27d5a7f67adc/ দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী-শিশুদের-জন্য-হোস্টেল-নিমাণ-এবং-সম্প্রসারণ----জুলাই-২০১৬-ডিসেম্বর—২০১৯ (সংগৃহীত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

রয়েছে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবছর জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস, আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিশু দিবস, সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস, অটিজম সচেতনতা দিবসসহ অন্যান্য দিবসগুলো যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পালন হয়।[৩০]

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবায় যথার্থ ও শক্তিশালী ভূমিকা রাখার জন্য সরকার জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ফাউন্ডেশনের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম সমন্বয় সাধন এবং জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও নীতি বাস্তবায়ন বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করার কথা। জেপিইউএফের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলায় ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ১২ লক্ষ জন প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও থেরাপি সেবা এবং প্রায় ১০ হাজার প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিকে সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়েছে, এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ এর আওতায় দেশের ৬০টি বেসরকারি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের এবং দুইটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতাদি প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধিতাসহ কর্মজীবীদের জন্য হোস্টেলে ৩২ জন প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির আবাসন নিশ্চিত করা হয়েছে। অটিজম রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার জনকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রতিবন্ধিতাসহ ক্রীড়াবিদদের জন্য একটি ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।[৩১] চলমান কার্যক্রমসমূহের[৩২] বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো -

১. প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপি সেবা: উক্ত কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে নিয়মিত থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং ও প্রশিক্ষণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের প্রতিবন্ধিতাসহ জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে অর্থ বিভাগের ধারণাপত্রের ভিত্তিতে প্রথমবারের মতো দেশের পাঁচটি জেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। ২ এপ্রিল ২০১০ তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের সেবা কার্যক্রম বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হওয়ায় ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে পূর্বের পাঁচটি কেন্দ্রের কার্যক্রম নবায়ন করে আরও ১০টি, ২০১১-১২ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী বছরগুলোর ১৫টি কেন্দ্রের কার্যক্রম নবায়ন করে আরও ১০টি এবং ২০১২-১৩ অর্থ পূর্ববর্তী বছরগুলোর ৩৫টি কেন্দ্র নবায়নসহ আরও ৩৩টি জেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু রয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রে একটি করে অটিজম কর্ণার চালু করা হয়েছে। এই সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রগুলো বিনামূল্যে চলাচল সহায়ক উপকরণ (হুইল চেয়ার, হুইল ফ্রেম, ক্রাচ, হিয়ারিং এইড, দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য চশমা) বিতরণ করে থাকে। এছাড়া সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রটি মোবাইল ভ্যান কার্যক্রমের মাধ্যমে থেরাপি সেবা প্রদান করে।

২. অটিজম রিসোর্স সেন্টার: ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে তৃতীয় বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপনের শুভলগ্নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাত্রা শুরু হয় অটিজম রিসোর্স সেন্টারের। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত সেন্টারের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। কনসালট্যান্ট (ফিজিওথেরাপি), ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, সাইকোলোজিস্ট, ক্লিনিক্যাল স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপিস্ট এর মাধ্যমে অটিজমের শিকার শিশু/ব্যক্তিবর্গকে উক্ত সেন্টার থেকে বিনামূল্যে নিয়মিত থেরাপি, রেফারেল ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিস্তারিতভাবে উক্ত কেন্দ্র থেকে নিম্নোক্ত সেবাসমমূহ প্রদান করা হয়-শনাক্তকরণ, এসেসমেন্ট, অকুপেশনাল থেরাপি, স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি, ফিজিওথেরাপি, কাউন্সেলিং, রিসোর্স বেইজড সেমিনার, টেলি থেরাপি, গ্রুপ থেরাপি, দৈনন্দিন কার্যবিধি প্রশিক্ষণসহ রেফারেল সেবা, অটিস্টিক শিশুদের পিতা-মাতাদের কাউন্সেলিং সেবা। উক্ত সেন্টার হতে ২০১৯ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৬,৮৭৭ জন বিভিন্ন বয়সের অটিজম আক্রান্ত শিশু/ব্যক্তিকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে।

৩. অটিজম সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ: অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২০০৯ সন হতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধিতাসহ

---

[৩০] জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য- https://msw.gov.bd/site/page/70fc2442-aeed-4886-9665-4acaa8785c52/জাতীয়-বিশেষ-শিক্ষা-কেন্দ্র-(সংগৃহীত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

[৩১] *বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি* ২০১৮-১৯, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন।

[৩২] জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য- https://jpuf.portal.gov.bd/site/page/46387ad8-3761-4023-a8c7-83caeb01c8b8/ (সংগৃহীত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি তাদের পিতামাতা ও অভিভাবককেও সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ২০১৯ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৭২ জন অভিভাবক/পিতা-মাতা, অটিস্টিক শিশুসহ ৩,০০০ বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪. অটিজম ও এনডিডি কর্ণার সেবা: প্রাথমিক স্ক্রিনিং, শনাক্তকরণ, মূল্যায়ন ও প্রাথমিক হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করার জন্য ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে একটি করে অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) কর্ণার' স্থাপন করা হয়েছে।

৫. স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম: ঢাকা শহরের মিরপুর, লালবাগ, উত্তরা ও যাত্রাবাড়ীতে ১টি করে, ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি (রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট) এবং গাইবান্ধায় ১টি সহ মোট ১১টি স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়েছে। এ বিদ্যালয় থেকে ১৪৭ জন অটিজম শিশু বিনা বেতনে প্রি স্কুলিং এর সুযোগ পাচ্ছে।

৬. কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল: বর্তমান সরকারের সময় প্রথমবারের মতো জেপিইউএফ প্রাঙ্গনে চাকুরী প্রত্যাশি ও কর্মক্ষম প্রতিবন্ধিতাসহ মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ৩২ আসন বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল চালু করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ২৭৫ জন।

৭. ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস (মোবাইল ভ্যান এর মাধ্যমে): প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধিতাসহ জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস (মোবাইল ভ্যান এর মাধ্যমে) চালু করা হয়েছে। ৩২টি ভ্রাম্যমান থেরাপি ভ্যান এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে ।

৮. ক্ষুদ্র ঋণ ও অনুদান কার্যক্রম: প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়নে ২০০২-২০০৩ অর্থ বছর থেকে শুরু করে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে মোট প্রায় ৯ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা অনুদান ও ২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত বেসরকারি সংস্থার মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

৯. পিতৃ-মাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস: জেপিইউএফ ক্যাম্পাসে জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হোস্টেলের ২টি কক্ষে ফাউন্ডেশনের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে প্রাথমিক পর্যায়ে ১০ জন সেরিব্রাল পালসি (সিপি) শিশুদের লালন পালন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুর্বাসনের জন্য স্বল্প পরিসরে একটি প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস চলমান আছে। প্রতিবন্ধী শিশু নিবাসে পিতৃ-মাতৃহীন প্রতিবন্ধিতাসহ শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০. জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স: প্রতিবন্ধিতাসহ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুর-১৪ এ ১৫তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শুরু হয়। গত ২ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ উক্ত কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন করা হয়। উক্ত প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্সে অটিজমসহ অন্যান্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ডরমিটরি, অডিটরিয়াম, ওপিডি, ফিজিওথেরাপি সেন্টার, শেল্টারহোম, ডে-কেয়ার সেন্টার, বিশেষ বিদ্যালয় ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়েছে। ১৫ তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্সটির নির্মাণ কাজ গত ৩০ জুন ২০১৮ সমাপ্ত হয়েছে। কমপ্লেক্সের ভৌত অবকাঠামোসমূহ হলো - ১৫ তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাজ বিল্ডিং ১টি, ৪ তলা বিশিষ্ট বয়েজ ডরমিটরি ১টি, ৪ তলা বিশিষ্ট গার্লস ডরমিটরী ১টি, ৪ তলা বিশিষ্ট প্যারেন্টস ডরমিটরি ডরমিটরি ১টি, ২ তলা বিশিষ্ট সম্প্রসারিত একাডেমিক ভবন ৫টি, ডিপ টিউবওয়েল ও পাম্প হাউজ ১টি, গার্ড হাউজ ১টি, প্রধান ফটকে নিরাপত্তা কক্ষ ২টি, পাহারা চৌকি ৪টি, উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বলিত সীমানা প্রাচীর, অত্যাধুনিক অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন। কমপ্লেক্সে সুযোগ-সুবিধাসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী সুবিধা সৃষ্টি, ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক কক্ষ, ডাউন সিনড্রোম সিপি ব্যক্তি/শিশুদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন, কাউন্সেলিং, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের তৈরি সামগ্রী বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র, ডে কেয়ার সেন্টার, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা, লাইব্রেরী, অডিটোরিয়াম ও ক্যাফেটেরিয়া, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কারিগরি প্রশিক্ষণের যুক্ত ব্যবস্থা এবং আন্ডারগ্রাউন্ডে ২৫টি গাড়ি পার্কিং এর সুবিধা।

১১. প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স: জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য সাভার থানাধীন বারইগ্রাম ও দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর মৌজার ১২.০১ একর খাস জমির উপর প্রতিবন্ধিতাসহ জনগোষ্ঠীর জন্য পনুর্বাসন কেন্দ্র, ফুটবল ও ক্রিকেট ফিল্ড, বিনোদন জোন, সুইমিংপুল, মাল্টিপারপাস জিমনেসিয়াম, মসজিদ, আবাসিক কোয়ার্টার,

গেস্ট হাউজ, হোস্টেল ইত্যাদি সুবিধা সম্বলিত ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ২৭৮৪৫.৫৫ লক্ষ টাকা প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কমপ্লেক্সের ভৌত অবকাঠামো ও সৃজিতব্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ হলো-১০ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন, ডরমেটরি, আবাসিক ভবন, জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুল, মসজিদ, ক্রিকেট ও ফুটবল ফিল্ড, এবং গ্যালারি।

১২. প্রতিবন্ধিতা উত্তরণ মেলা: ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ফাউন্ডেশন চত্বরে প্রতিবন্ধিতা উত্তরণ মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের তৈরি বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন ও বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়। গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেলায় প্রতিদিন বিশিষ্ট ব্যক্তিবগের উপস্থিতিতে আলোচনা সভা ও বিশেষ মেধাসম্পন্ন প্রতিবন্ধিতাসহ শিল্পীদের অংশগ্রহণে নাচ, গান, আবৃত্তি পরিবেশনসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১৩. ডিজএবিলিটি জব ফেয়ার: জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মে ২০১৬ ও নভেম্বর ২০১৮ সনে ২ দিনব্যাপী ২টি জব ফেয়ারের আয়োজন করা হয়েছে। জব ফেয়ার আয়োজনের মাধ্যমে বিগত ২ বছরে ৭৯ জন প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিকে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থায় চাকুরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেলায় ৮৭৪ জন অংশগ্রহণকারী (আবেদনকারী) এর তথ্য তালিকা প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালন: প্রতিবছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় সরকারি ও বেসরকারি সহায়তায় আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে উদযাপন করা হয়।

১৫. প্রকাশনা কার্যক্রম: অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০১৩ থেকে 'আমরা করবো জয়' শিরোনামে একটি মাসিক ম্যাগাজিন নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে।

১৬. গণসচেতনতা ও প্রামাণ্য চিত্র তৈরি/প্রদর্শন: অটিস্টিক শিশু ও ব্যক্তিদের বিভিন্ন সেবা সম্বলিত গ্লোবাল অটিজম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একনজরে তৈরিকৃত পোস্টার এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তৈরিকৃত বুকলেট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কর্মক্রম সম্পর্কিত বিলবোর্ডও স্থাপন করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতাসহ শিশু/ব্যক্তিদের বিভিন্ন সেবা প্রদান সম্বলিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য চিত্র তৈরি ও প্রদর্শনির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

১৭. সেমিনার ও ওয়ার্কশপ: এ পর্যন্ত ১২টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এনজিও ব্যক্তি, অটিজম ও প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে এবং বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোকজনের উপস্থিতিতে উক্ত সেমিনার ও ওয়াকর্শপ অনুষ্ঠিত হয়।

১৮. নীলবাতি প্রজ্বলন: অটিজম বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে প্রতি বছর ২ এপ্রিল ফাউন্ডেশন এর প্রধান কার্যালয়সহ ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে মাসব্যাপী নীল বাতি প্রজ্জলন করে থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট প্রতিবন্ধিতাসহ শিশু ও ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে ভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রতিটি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে 'নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী কর্ণার' স্থাপন করা হয়েছে। কনসালট্যান্ট ফিজিওথেরাপি, ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট অটিজম ও অন্যান্য স্নায়ুবিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সুনির্দিষ্ট পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত থেকে অটিজম ও অন্যান্য প্রতিবন্ধিতাসহ জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

১. অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান: অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতাসহ জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি তাদের পিতামাতা ও অভিভাবককেও সম্পৃক্ত করা হচ্ছে ঢাকায় বিভিন্ন অভিভাবক প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে। এ যাবৎ অনুষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ হচ্ছে-'ট্রেনিং ফর দ্য মাদার্স অভ মেন্টালি চ্যালেঞ্জড চিলড্রেন', 'অটিজম সচেতনতা বিষয়ক অভিভাবক প্রশিক্ষণ কোর্স' 'অটিস্টিক সন্তানদের ব্যবস্থাপনায় বাবা-মায়ের ভূমিকা' ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণ নিয়মিত বিরতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

২. প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর সারাদেশব্যাপী প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ সম্পন্ন করছে। ইতোপূর্বে জরিপকারীদেরকে অটিজম ও অন্যান্য নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩. প্রতিবন্ধিতার মাত্রা নিরুপণ এবং ব্যবস্থা গ্রহণ: আবাসন ক্ষেত্রে অভিভাবক, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির জন্য নিরাপদ আবাসন নিশ্চিতকল্পে, ক্ষেত্রমত, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি নিশ্চিত করবেন, যথা: (ক) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুযায়ী আবাসন তৈরি; (খ) দুর্যোগের সময়ে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিগণ যাতে নিরাপদে ভবন হতে বের হতে পারে তার জন্য ভবনে পর্যাপ্ত নির্গমন ব্যবস্থা (গ) বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুসারে সুপরিসর কক্ষের ব্যবস্থা ইত্যাদি। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত খাদ্য ও পথ্য সরবরাহ করবেন। অভিভাবক সংগঠন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক ফিজিওথেরাপিস্ট, প্যারামেডিক ও নার্স নিয়োগসহ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির প্রাথমিক সেবা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৪. সচেতনতা কর্মসূচি: প্রতিবন্ধিতার কারণ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা/প্রকাশনা ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে জাতীয়, আন্তর্জাতিক দিবস ও উৎসবসমূহ উদযাপন করা হচ্ছে।

৫. এনডিডি ব্যক্তিদের চিকিৎসা অনুদান: নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা দেয় এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট। চিকিৎসা সহায়তা প্রাপ্তির জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করতে হয়। আবেদনসমূহ কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও জেলা কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাইয়ের পরে অনুদান দেওয়া হয়। অনুদান ট্রাস্টের সংরক্ষিত তহবিল (রিজার্ভ ফান্ড) থেকে দেওয়া হয়।

শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধিবান্ধব একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মৈত্রী শিল্পে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সিংহভাগই শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ আয় তাদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। শারিরীক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট প্লাস্টিক কারখানায় (কর্মসংস্থানের মাধ্যমে) প্লাস্টিক উৎপাদন এবং মুক্তা পানি উৎপাদনে ৮৭ জন প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিকে নিয়োজিত করেছে। শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্পে দেশের প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের দ্বারা প্লাস্টিক কারখানায় উন্নতমানের নিত্য ব্যবহার্য্য জগ, মগ, বালতি, গামলাসহ প্রায় ৭০ ধরনের উৎপাদন ও বিপণন করা হচ্ছে।[৩৩] শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট তার আয় হতে প্রতিবছর প্রত্যেক জেলার স্নাতক পর্যায়ে অধ্যায়নরত দুই জন মেধাবী প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি প্রদানসহ ১০০ জন প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের আওতায় এনেছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্পে দেশের প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের দ্বারা আমেরিকান বিশ্ববিখ্যাত ওয়াটার পিউরিফিকেশন এন্ড বটলিং প্লান্ট মেশিনারিজ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সেল এ্যাকুয়া টেকনোলজিস ইন কর্পোরেট, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ওয়াটার পিউরিফিকেশন এন্ড বটলিং আমদানিকৃত মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্টে নয় সাইজের (২৫০মিঃলিঃ, ৩০০মিঃলিঃ, ৫০০মিঃলিঃ, ৬০০মিঃলিঃ, ১ লিটার, ১.৫ লিটার, ২ লিটার এবং ২০ লিটার জার) মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার উৎপাদন ও বিপণন করা হচ্ছে। মুক্তা ব্যান্ডের ড্রিংকিং ওয়াটার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, পর্যটন কর্পোরেশনসহ সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে অফিসিয়াল পানি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ হলো - শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট মৈত্রী শিল্পের মাধ্যমে সমাজে অবহেলিত ৩০০ জন প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন, মৈত্রী শিল্প ফ্যাক্টরিতে বারো লক্ষ বিশ হাজার পিস প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী উৎপাদন এবং বিপণনের মাধ্যমে এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা আয়, ওয়াটার প্লান্টে চৌদ্দ লক্ষ পাঁচ হাজার লিটার মুক্তা ন্যাচারাল ড্রিকিং ওয়াটার উৎপাদন এবং বিপণনের মাধ্যমে এক কোটি এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় এবং সাতটি বিভাগীয় শহরে মৈত্রী শিল্পের শাখা অফিস ও বিক্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ। বিগত দশ বছরে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের

---

[৩৩] *গণমুক্তি*, 'বাণিজ্য মেলায় শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট 'মৈত্রী শিল্প'', ১৯ জানুয়ারি ২০১৯
http://www.dailyganomukti.com/details.php?id=42064 (সংগৃহীত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

জীবন মান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট মৈত্রী শিল্প আজ প্রতিবন্ধিবান্ধব একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

সরকারি কল্যাণ ও উন্নয়ন কর্মসূচির পাশাপশি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে যারা বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, পরীক্ষা নিরীক্ষা, প্রয়োজনীয় অপারেশন সেবা, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ও পুনর্বাসন সেবা প্রদান করে। এছাড়া প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বাধামুক্ত চলাচল নিশ্চিত করা, সরকারি উচ্চ পর্যায়ে প্রতিবন্ধিতা বিষয়টি উপস্থাপনা ও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে কাজ করে থাকে। এদের মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধ সমাজ, ব্যাপ্টিস্ট সংঘ বিদ্যালয়, সাইট সেভার ইন্টারন্যাশনাল, অন্ধদের জন্য ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জাকির সাদাছড়ি, সোসাইটি ফর এডুকেশন এন্ড কেয়ার ওফ হেয়ারিং চিলড্রেন ওফ বাংলাদেশ, সোসাইটি ফর এসিসট্যানস টু হিয়ারিং ইমপেয়ার্ড চিলড্রেন, ওয়ার্ল্ড কনসার্ন, দি সেলভেশন আর্মি বাংলাদেশ, সোসাইটি ফর দি ওয়েলফেয়ার ওফ দি ইনটেলেকটুয়ালি ডিজঅ্যাবলড, সোসাল এডুকেশন ফর ইনটেলেকটুয়ালি ডিজঅ্যাবলড, কর্মজাল, ন্যাশনাল এলিয়েন্স ওফ ডিজঅ্যাবলড পিপলস ওরগানাইজেশন (ন্যাডপো), জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম, ডিজেবেলিটি বাংলাদেশ, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ডিজঅ্যাবলড উইমেন (এনসিডিডাব্লউ), অ্যাকশন অন ডিজঅ্যাবলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এডিডি), সেন্টার ফর ডিজঅ্যাবিলিটি ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি), ডিজঅ্যাবলড চাইল্ড ফাউন্ডেশন, (ডিসিএফ), ডিজিঅ্যাবিলিটি রাইটস এন্ড ফান্ড (ডিআরএফ), এবং একশনএইড।

২.৩ আইনি কাঠামো

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা প্রতিষ্ঠায় সেকল প্রত্যক্ষ নীতিমালা, আইন ও বিধিমালা রয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০১৯, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য উপাত্ত ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৯, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৫ (তৃতীয় সংস্করণ), অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে ঋণ সহায়তা কার্যক্রম নীতিমালা ২০১৩, প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০০৯, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫ ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা ২০১৫। এছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নের জন্য ২০১৮ সালে প্রতিবন্ধিতাবিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে যা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব জাতীয় সমন্বয় কমিটির।

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষায় স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যাযুক্ত প্রতিবন্ধিতাসহ (নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজেবিলিটিস) শিশু অর্থাৎ অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন্স সিনড্রোম ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধিতাসহ শিশুদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি নমনীয়ভাবে মূলধারার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ স্বনির্ভর ও স্বাধীন জীবনযাপনের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য এবং সারাদেশে অনুমোদনহীনভাবে যত্রতত্র প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপনে নিরুৎসাহ প্রদান ও মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯' অনুমোদিত হয়। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষ ও সংস্থা কর্তৃক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিবর্গের তথ্যভান্ডার ব্যবহারের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য উপাত্ত ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯' প্রণীত হয়। এ নীতিমালায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির তথ্য-উপাত্ত সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ওয়েববেইজড অ্যাপ্লিকেশন ডিজেবিলিটি ইনফরমেশন সিসটেম ডেটাবেইজ থেকে ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। দগ্ধ ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালায় বাস্তবায়নের নীতি অর্থাৎ দগ্ধ ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশল, পরিধি, জাতীয় ও জেলা পরিচালনা কমিটি ও কমিটির কর্মপরিধি, জেলা ও উপজেলা এলাকায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি ও কমিটির কর্মপরিধি, কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা এবং প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি বাস্তবায়ন নীতিমালায় বাস্তবায়নের নীতি অর্থাৎ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের নিবন্ধন পদ্ধতি, কর্মসূচিসমূহের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশল, পরিধি, সমীক্ষা, প্রার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড, প্রাপকের যোগ্যতা ও শর্তাবলী, ভাতা/উপবৃত্তি বাতিলের কারণ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে এমন সংস্থার ঋণ সহায়তা কার্যক্রম জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে ঋণ সহায়তা কার্যক্রম নীতিমালা ২০১৩ সালে প্রণীত হয়। সমাজসেবা অধিদফতর, সমবায় অধিদফতর, মহিলা বিষয়ক অধিদফতর, জয়েন্ট স্টক কোম্পানী, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থা কর্তৃক নিবন্ধিত

সহযোগি সংস্থা যাদের প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের নিয়ে ন্যুনতম তিন বছর কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে তাদেরকে তাদের ঋণ প্রদানের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এ নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০০৯ এ অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সাধারণ স্কুলে যাওয়ার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে সরকারি বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে।

বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রীয় এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা, উপযুক্ত জনবল কাঠামো, সুষম কারিকুলাম প্রণয়ন, শিক্ষক/কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন স্কেল প্রদান, অনুদান প্রদান ও সুষ্ঠুভাবে বন্টনের বিষয়ে এ নীতিমালা প্রণীত হয়। বর্তমানে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত স্বীকৃত বিদ্যালয়সমূহের জন্য, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে থোক বরাদ্দ মঞ্জুরীকৃত (পূর্বে সুইড বাংলাদেশ পরিচালিত) ৬০টি বেসরকারি এমপিওভুক্ত বিদ্যালয় ও দুইটি প্রতিষ্ঠান এবং তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্যা ইনটেলেকচুয়ালী ডিসএবেল্ড (এনআইআইডি) এর কর্মকর্তা-কর্মচারী, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিদ্যালয়সমূহের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য ছিল, যা বর্তমানে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০১৯ দ্বারা পরিচালিত।

২০০৮ সালের ১২ই মে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদের (UNCRPD) ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসাক্ষরিত হওয়ার পর সনদের আলোকে ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণীত হয় এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও সুরক্ষা নিশ্চিতে ট্রাস্ট প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন প্রণীত হয় এবং ২০১৪ সালে আইন অনুসারে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা হয় এবং এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫ সালে বিধিমালা প্রণীত হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি কারা, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন কমিটি, উপকমিটি গঠন এবং কমিটির সদস্যদের পদবি, যোগ্যতা ও তাদের কার্যাবলি, কমিটির সভা, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সংক্রান্ত বৈষম্যের প্রতিকার, গণস্থাপনায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ, মামলা দায়ের, আমল যোগ্যতা, ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ ইত্যাদি, গণপরিবহনে আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৫ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়।

২.৪ সরকারের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা প্রতিষ্ঠায় সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।[৩৪] তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিম্নে দেওয়া হলো -

আইন ও বিধিমালা

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩; নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৫; নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

- প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় তথ্যভান্ডার তৈরি
- ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিটি কেন্দ্রে অটিস্টিক শিশুদের জন্য কর্ণার প্রতিষ্ঠা
- প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপে কনসালটেন্ট ও ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট দ্বারা প্রত্যক্ষ সহায়তা
- অটিস্টিক শিশুদের জন্য ১১টি বিশেষ বিদ্যালয় চালুকরণ ও বিশেষ থেরাপি সেবা ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান
- সকল ধরনের থেরাপি যন্ত্রপাতি ও সুবিধাদিসহ ৩২টি বিশেষ ধরনের ভ্রাম্যমান ভ্যান ক্রয়
- ১৫ তলা বিশিষ্ট প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলমান
- ৬০টি বেসরকারি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এমপিওভুক্তকরণ

[৩৪] মন্ত্রণালয় ও অংশীজনের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্সের জমি বরাদ্দ গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা ও ডিপিপি প্রণয়ন
- ফাউন্ডেশনের ক্যাম্পাসে পিতৃ মাতৃহীন "প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস" প্রতিষ্ঠা
- কর্মজীবী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল প্রতিষ্ঠা
- ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও আধুনিকায়ন

সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত উদ্যোগ

- অটিজম ও এনডিডিগ্রস্থ শিশুদের পিতা-মাতা/অভিভাবককে প্রশিক্ষণ
- প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও সংগঠনের মাঝে ঋণ ও অনুদান বিতরণ
- প্রকল্পের আওতায় সহায়ক উপকরণ বিতরণ
- ৬টি বিভাগীয় সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে ই-থেরাপি ও ই-কাউন্সেলিং সেবা প্রদান

সচেতনতামূলক কার্যক্রম

- জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য মেলা, অটিজম দিবস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন এবং ৮টি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচার

অধ্যায় তিন

আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা

৩.১ আইন ও বিধিমালা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা, প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় ঘাটতি

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন ও বিধিমালায় আইনি সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ বিরাজমান। আবার আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এছাড়া আইন প্রতিপালনে ঘাটতি বিদ্যমান।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য প্রণীত 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩' বাস্তবায়নে ২০১৮ সালে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন হলেও তা বাস্তবায়ন ধীরগতিতে চলছে। ২০১৮ সালের কর্মপরিকল্পনা অনুসারে ২০১৮-২০২০ সালে যেসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হওয়ার কথা ছিল তার সবগুলো এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয় নি। 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' বাস্তবায়নে এই আইনের অধীনে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি (ধারা ১৭) এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে (ধারা ১৯) প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব, বিশেষ করে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয় নি। জেলা কমিটি (ধারা ২১), উপজেলা কমিটি (ধারা ২৩), ও শহর কমিটিতে [২৪ (১)] একই অবস্থা বিরাজমান। এছাড়া আইনে প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের সুবিধার্তে উপকমিটি গঠনের উল্লেখ থাকলেও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করার জন্য কোনো কমিটি নেই। ফলে ইউনিয়ন পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ দরিদ্র ও প্রান্তিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকাংশ বসবাস করে ইউনিয়ন পর্যায়ে।

এই আইনে ৩১(১) ধারায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণের দায়িত্ব শুধু সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের ওপর ন্যস্ত। কিন্তু প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের কনসালটেন্টকে রাখা হয় নি। পরবর্তীতে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের কনসালটেন্টকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে কোনো কোনো জেলায় শুধু ডাক্তার কর্তৃক শনাক্ত করা হয়। ফলে ডাক্তারদের ব্যস্ততার কারণে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে এসব এলাকায় দীর্ঘসূত্রতা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

আইনে (ধারা ৩২) সকল ধরনের গণপরিবহনে ৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের গণপরিবহনে ওঠানামার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থার বিষয়টি উল্লেখ নেই। বিশেষ করে র‍্যাম্প বা হুইলচেয়ার ওঠানামার মত ব্যবস্থার বিষয়ে উল্লেখ নেই। ফলে গণপরিবহনে আসন নির্দিষ্ট থাকলেও হুইলচেয়ার ওঠানামার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় আসন বরাদ্দের সুবিধা সকল ধরনের প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা নিতে পারছে না এবং এক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এছাড়া এ আইনের ৩১(৬) ধারা অনুযায়ী ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র ব্যতীত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত কোন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না। ফলে যারা পরিচয়পত্র পায় নি তাদের সকল ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

সার্বিকভাবে, এ আইনটি কোন কোন আইনের ওপর প্রাধান্য পাবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয় নি। বিশেষ করে 'লুনেসি' আইন ১৯১২ এবং 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন' এর মধ্যে কোন আইন প্রাধান্য পাবে তার সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নেই। 'লুনাসি' আইনে মানসিক ভারসাম্যহীন বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ পাবে না উল্লেখ থাকায় 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন' উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ প্রাপ্তির বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও বুদ্ধি-প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫

'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৫' প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বাস্তবায়নে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা/শহর কমিটিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া উল্লেখ নেই। ফলে কমিটিসমূহে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত না হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া কমিটিসমূহের সদস্যদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং কমিটিসমূহের সভার সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয় নি বিধিমালায়। অর্থাৎ কমিটিসমূহকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে ঘাটতি তৈরি হয়েছে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত না হওয়ায় কমিটিগুলোর সভা নিয়মিত হয় না, কর্মপরিকল্পনা ধীরগতিতে চলছে এবং এর সুফল প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা পাচ্ছে না। এছাড়া জাতীয় সমন্বয় কমিটি থেকে শহর/উপজেলা কমিটি

পর্যন্ত চারটি পর্যায়ের কমিটিসমূহের কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয় কীভাবে হবে তার উল্লেখ না থাকায় 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হচ্ছে এবং তা আরও দীর্ঘায়িত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯

নীতিমালার ১৩ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমি থাকলে অর্থ বিভাগের সম্মতি সাপেক্ষে নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া যাবে। কিন্তু প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০০৯ অনুযায়ী যে সমস্ত বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত হয়েছে এবং যা এখন ২০১৯ নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত, তাদের নিজস্ব জমি ও তহবিল না থাকায় বিদ্যালয়সমূহের নামে নিজস্ব ভবন হওয়ার সম্ভবনা নেই। অনেক সময় তাদের ভাড়া বাড়িতে বা সরকারি কোনো কার্যালয়ে বা কোনো সরকারের লিজ দেওয়া জমিতে বিদ্যালয় স্থাপন করতে হয়। অনেক সময় উচ্ছেদেরও সম্ভাবনা থাকে।

১৩ (৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারি বেতনভাতা প্রাপ্ত সমাজসেবা/জেপিইউএফ/এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত যেসব প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমি নেই তাদেরকে নীতিমালা জারির দুই বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে এ নীতিমালা অনুযায়ী সাফ কবলা মূলে (নামজারীসহ) সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের জমি বা ভবনের মালিকানা অর্জন করতে হবে, নতুবা সরকার কর্তৃক তাদের স্বীকৃতি থাকবে না। যেহেতু এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়গুলোর তহবিল নেই বা সীমিত তহবিল আছে, তাদের পক্ষে জমি ক্রয় বা ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং তাদের স্বীকৃতি ঝুঁকির মুখে। ফলে এনডিডিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি তথা অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা বিরাজমান। এর মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট অধিদফতর ও প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, লজিস্টিকসের পর্যাপ্ততা ও এর ব্যবহার, বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম।

৩.২.১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রাতিষ্ঠানিক কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ জনবল, বেতন-ভাতা, নিয়োগ, দক্ষতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়।

৩.২.১.১ জনবলের স্বল্পতা

জনবলের স্বল্পতা দুই ধরনের - অনুমোদিত পদের মধ্যে শূন্য পদ এবং প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প জনবল। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত পদের মধ্যে অনেক শূন্যপদ রয়েছে (সারণি ২)। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উপজেলা সমাজসেবা অফিস ও শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ে জনবলের স্বল্পতা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে প্রকট। ফলে স্বল্প জনবল দিয়ে সঠিকভাবে কাজ সম্পাদন, তদারকি করা সম্ভব হয় না।

আবার প্রয়োজনের তুলনায় জনবলের ঘাটতি রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কিছু বিভাগীয় জেলায় সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় কম জনবল অনুমোদিত। আবার অনুমোদিত জনবলে ঘাটতি রয়েছে।

সারণি ২: প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী শূন্যপদের শতকরা হার

প্রতিষ্ঠানের নাম	শূন্য পদ (%)
উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়	**২৮-৬৪***
প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র	**২৪**
বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়	**১২-৬৮***
সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	**৩১**
সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	**২৬**

* জাতীয় পর্যায় থেকে তথ্য না পাওয়ায় পর্যবেক্ষণকৃত কার্যালয়সমূহের তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ

নিম্নে প্রতিষ্ঠানসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো -

সমাজসেবা অফিস

সার্বিকভাবে সমাজসেবা অধিদফতরের অধীনে সকল কার্যালয়ে অনুমোদিত জনবলের ১৭.৫ শতাংশ জনবল শূন্য আছে। সর্বাধিক ৫০ শতাংশ শূন্য রয়েছে, দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার ক্ষেত্রে যারা মূলত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা দেয়। স্থানীয় পর্যায়ে জনবল শূন্যের হার ২৮ শতাংশ থেকে ৬৪ শতাংশ। উদাহরণস্বরূপ, গবেষণাভুক্ত একটি সমাজসেবা কার্যালয়ে (শহরাঞ্চল) অনুমোদিত আট জন জনবলের মধ্যে কর্মরত জনবল তিন জন। এই কার্যালয়ের আওতায় ২৭টি ওয়ার্ড রয়েছে এবং ওয়ার্ডসমূহ জনবহুল। অন্যদিকে উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত একটি সমাজসেবা কার্যালয়ে অনুমোদিত জনবল ১১ জনের মধ্যে আছে মাত্র চার জন, সাতটি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। ফলে এই স্বল্প জনবল নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণসহ বেশ কয়েকটি কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করতে হয় যা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে সমাজসেবা অফিসসমূহের পক্ষে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদান করা সম্ভব হয় না। ইউনিয়ন পর্যায়ে চলমান প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণের কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। গবেষণায় আরও পাওয়া যায়, একটি বিভাগীয় জেলা শহরে ৩০টি ওয়ার্ডের জন্য একটি সমাজসেবা অফিস জনসাধারণকে সেবা প্রদান করলেও অপর একটি বিভাগীয় জেলা শহরে ৩১টি ওয়ার্ডের জনসাধারণকে সেবা প্রদান করছে তিনটি সমাজসেবা অফিস। ফলে একটি সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৩০টি ওয়ার্ডের জনসাধারণকে সেবা প্রদান করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদেরকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণে মাঠপর্যায়ে উপজেলা সমাজসেবা এবং শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের কর্মীরা নিয়োজিত। শহরাঞ্চল বা গাজীপুরের মত শিল্পাঞ্চল যেখানে অধিক হারে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি আছে সেখানে শনাক্তকরণের কাজ অনেক কঠিন। এ ধরনের এলাকায় অধিক জনসংখ্যার তুলনায় সমাজসেবা কার্যালয়ের জনবল তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে কোনো কোনো সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া নিয়মিত হলেও ডাটা এন্ট্রির করার জন্য কোনো পদ না থাকায় কার্যালয়ের অন্য কাউকে দিয়ে ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের কাজ চালিয়ে নিতে হচ্ছে যা পুরো প্রক্রিয়াটিকে দীর্ঘায়িত করছে। পূর্বে অনেক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি জরিপে শনাক্ত হয় নি, কারণ অনেক অভিভাবক চাননি তার সন্তান প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হোক। তবে এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে, তুলনামূলকভাবে এখন প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা রাষ্ট্রীয়ভাবে অনেক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ায় অধিকাংশ অভিভাবক এ বিষয়টি আর লুকোতে চায় না এবং চলমান প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপের মাধ্যমে নতুন প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্ত হচ্ছে। কিন্তু এ কাজে নিয়োজিত জনবল সংকটের কারণে এখনও অনেক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি নিবন্ধনের বাইরে থেকে যাচ্ছে এবং তারা তাদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের অনুমোদিত জনবল ১১ জন। এসকল কেন্দ্রে জনবল ঘাটতির হার ২৪ শতাংশ। কারিগরি ও বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের ঘাটতি রয়েছে, যেমন অধিকাংশ কেন্দ্রে ফিজিওথেরাপিস্ট থাকলেও অকুপেশনাল ও স্পিচ থেরাপিস্টের পদ খালি রয়েছে। কোনো কোনো কার্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর ঘাটতি রয়েছে। দেশের ১০৩টি কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ৬টি কেন্দ্রে স্পিচ থেরাপিস্ট ও ৫টি কেন্দ্রে অকুপেশনাল থেরাপিস্ট রয়েছে। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানের জন্য মোবাইল ভ্যান তৈরি হলেও সেখানে সেবা প্রদানের জন্য পেশাদার থেরাপিস্টের ঘাটতি রয়েছে। পেশাদার থেরাপিস্ট তৈরির ক্ষেত্রে সরকারের বাস্তবসম্মত কোনো উদ্যোগ নেই।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়

অধিকাংশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় কম শিক্ষক রয়েছেন। নীতিমালা ২০১৯ অনুযায়ী এসকল বিদ্যালয়ে ১২ শতাংশ থেকে ৬৮ শতাংশ জনবল ঘাটতি আছে। উদাহরণস্বরূপ গবেষণাভুক্ত একটি অটিস্টিক বিদ্যালয়ে ৯০ জন শিক্ষার্থীর জন্য বেতনভুক্ত শিক্ষক আছেন মাত্র তিন জন এবং দুই জন সহকারী শিক্ষক থাকলেও তারা বেতন পান না। নীতিমালা অনুযায়ী এ ধরনের বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীর ধরন অনুযায়ী দশ জন শিক্ষক নিয়োগ পাওয়ার কথা। গানের শিক্ষক, ক্রীড়া শিক্ষক, ফিজিও থেরাপিস্ট নেই যা নীতিমালা অনুযায়ী থাকা আবশ্যক। এছাড়া আর্টের শিক্ষক প্রয়োজন। হিসাব রাখার জন্য অফিস হিসাব সহকারী প্রয়োজন। কিন্তু তা সকল বিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত নিয়োগ হয় নি। এ ধরনের বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় লোকবল না থাকায় একজন শিক্ষককে নিজস্ব পাঠদানের পাশাপাশি নানা ধরনের কাজ করতে হয়, যেমন, সঙ্গীতের শিক্ষক ও আর্টের শিক্ষকের কাজ, প্রতিষ্ঠানের নানা ধরনের আর্থিক হিসাব দেখা ইত্যাদি। ফলে প্রতিবন্ধিতাসহ শিশু ও ব্যক্তিরা মানসম্মত সেবা পায় না এবং নিয়মিত সেবা পেতে সময়ক্ষেপণ হয়।

সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

সার্বিকভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে অনুমোদিত জনবলের ৩১ শতাংশ জনবল শূন্য আছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিভাগীয় জেলা শহরে অবস্থিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের জন্য নিয়মিত শিক্ষকের পদ ৫টি থাকলেও ১টি পদ খালি আছে। এছাড়া ক্রাফট শিক্ষকের ২টি পদ ও কারিগরি শিক্ষকের ১টি পদ খালি আছে। ক্রাফট শিক্ষকের পদ খালি হয়েছে ২০০১ সালে। উল্লেখ্য ক্রাফট শিক্ষকরা ছাত্রদের বেত, বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করতো যা বর্তমানে যুগোপযোগী নয়। বর্তমানে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ অত্যন্ত যুগোপযোগী হলেও এ বিষয়ের প্রশিক্ষক নেই। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষকদের একজন নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কম্পিউটার প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। এছাড়া প্রধান শিক্ষকের পদ খালি আছে। সাধারণত প্রধান শিক্ষক পদে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নিয়োগ দেওয়া হয় না এবং এ পদে দায়িত্বপ্রাপ্তরা খুব অল্প সময়ের জন্য আসেন। ফলে তাদের পক্ষে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হয় না। এছাড়া হাউজ প্যারেন্ট-এর পদ খালি আছে যা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য অতীব জরুরী। এছাড়া এই বিদ্যালয়ে একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী আছেন যার একার পক্ষে মেয়েদের হোস্টেল, ছেলেদের হোস্টেল এবং বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতার কাজ করা কষ্টসাধ্য।

সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

অধিকাংশ বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় কম শিক্ষক রয়েছেন। সার্বিকভাবে অনুমোদিত জনবলের ২৬ শতাংশ শূন্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিভাগীয় জেলা শহরে অবস্থিত বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের জন্য ২৩টি অনুমোদিত পদের মধ্যে কর্মরত আছেন ১২ জন, ১১টি পদ শূন্য। এছাড়া হাউজ প্যারেন্টস ২টি পদ এবং ক্রাফ্ট শিক্ষকের ২টি পদ খালি, যা খালি রাখলে অনেক সমস্যা হয়। এছাড়া বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষক প্রয়োজন। এ সকল বিদ্যালয়ে ১৯৮৪ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত নিয়োগ হয়েছে, এরপরে নিয়োগ হয় নি। ফলে প্রতিবন্ধিতাসহ শিশু ও ব্যক্তিরা মানসম্মত সেবা পায় না এবং নিয়মিত সেবা পেতে সময়ক্ষেপণ হয়।

৩.২.১.২ বেতন-ভাতা সংক্রান্ত

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে নিয়োগ প্রকল্পের অধীনে হওয়ায় তা রাজস্ব খাতে যায় নি এবং বেতন-ভাতা দীর্ঘসময় একই অবস্থায় থাকায় তাদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। আবার অকুপেশনাল ও স্পিচ থেরাপিস্টের গ্রেড ও বেতন কম হওয়ায় এ পদে অধিকাংশ কেন্দ্রে শূন্য রয়েছে। এছাড়া মোবাইল ভ্যান কার্যক্রম চালাবার সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবহন ভাতা ও দৈনিক ভাতা দেওয়ার কথা থাকলেও একটি ভাতার জন্য আবেদন করতে বলা হয় এবং আবেদনের ভাতার পূর্ণ অংশ দেওয়া হয় না।

৩.২.১.৩ নিয়োগ ও স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি তথা অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরাসরি যেসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ হয় তাদের মধ্যে অন্যতম প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়, সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, সরকারি বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়। এসকল সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে তত্ত্বাবধায়ক পদে নিয়োগ দীর্ঘ সময় বন্ধ রয়েছে। ফলে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের নিয়মিত পাঠদানে গুরুত্ব কম দেওয়া হচ্ছে। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে অধিকাংশ নিয়োগ প্রকল্পের অধীনে হওয়ায় এখন পর্যন্ত তা রাজস্ব খাতে যায় নি। এছাড়া বেতন-ভাতা অনেকদিন যাবৎ একই অবস্থায় থাকায় এবং রাজস্ব খাতে না যাওয়ায় শূন্য পদ কম পূরণ হচ্ছে এবং তা দীর্ঘায়িত হচ্ছে। আবার অকুপেশনাল ও স্পিচ থেরাপিস্টের গ্রেড দ্বিতীয় শ্রেণির হওয়ায় এ পদে চাকুরিতে প্রার্থীদের কম আগ্রহ লক্ষ করা যায়। একারণে এসকল কেন্দ্রে প্রশিক্ষিত অকুপেশনাল ও স্পিচ থেরাপিস্টের ঘাটতি রয়েছে। দেশের ১০৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ৯৫টি কেন্দ্রে স্পিচ থেরাপিস্ট এবং ৯৮টি কেন্দ্রে অকুপেশনাল থেরাপিস্টের পদ শূন্য। ফলে বুদ্ধি ও অটিস্টিক, বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা অকুপেশনাল ও স্পিচ থেরাপি প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

এছাড়া বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকসহ অন্যান্য জনবলের চাকরি নিয়মিতকরণের অনুমোদনে ফাউন্ডেশন ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক দীর্ঘসূত্রতা দেখা যায়। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ে সরকারি ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনে নিয়োগ হয় এবং ফাউন্ডেশন ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনে তা নিয়মিতকরণ হয়। কিন্তু নিয়মিতকরণের অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা বিরাজমান এবং চাকুরি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা না থাকায় স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন (বিএসএড) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থী না পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৮ সালের জুলাই মাসে একটি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনে দুই জনের নিয়োগ হয়। এখন পর্যন্ত তাদের নিয়মিতকরণের প্রক্রিয়া চলছে। তারা কোনো বেতন ভাতা পায় না। স্কুল থেকে তাদের পরিবহন ভাতা দেওয়া হয়। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে কেউ চাকরি পাওয়ার আগে বিএসএড প্রশিক্ষণ করে না, কারণ চাকুরির নিশ্চয়তা নেই। বিএসএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থী না পাওয়ায় কমিটির অনুমোদনে এ শর্ত বাদ দিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। স্থায়ীকরণের প্রক্রিয়া দীর্ঘ হওয়ায় এ ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ হলেও তারা অনুপস্থিত থাকে সপ্তাহের বেশিরভাগ দিন। ফলে স্থায়ী শিক্ষকদের ওপর চাপ কমে না এবং প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীরা যথাযথ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।

> "২০১৮ সালের জুলাই মাসে বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনে দুইজনের নিয়োগ হয়। এখন পর্যন্ত তাদের নিয়মিতকরণের প্রক্রিয়া চলছে। তারা কোনো বেতন-ভাতা পায় না। স্থায়ীকরণের প্রক্রিয়া দীর্ঘ হওয়ায় এ ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ হলেও তারা অনুপস্থিত থাকে সপ্তাহের বেশিরভাগ দিন। ফলে নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।"
>
> ***- একজন প্রধান শিক্ষক, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়***

৩.২.১.৪ দক্ষতা সংক্রান্ত

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে কর্মরত জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ যাবৎ অনুষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ হচ্ছে- থেরাপিউটিক প্রশিক্ষণ; অটিজম্যালিজে অটিজম শিশুদের অক্ষম, নিম্ন দৃষ্টি, অটিজম ও ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার; পেশাগত, বক্তৃতা এবং ভাষা থেরাপি; নিউরোডেভোলেমেন্টাল, অটিজম, অডিওলোজি এবং অন্যান্য অক্ষমতা; অটিজম শিশুদের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক অক্ষম, অডিওমিত্রিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। তবে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের থেরাপিস্ট এবং থেরাপিস্ট সহকারীদের একাংশের থেরাপি সংক্রান্ত বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ও প্রযুক্তিগত উপকরণ ব্যবহারে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। আবার তদারকি ও যথাযথ দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতিও লক্ষণীয়। অধিকাংশ জেলা পর্যায়ের প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে একটি করে অটিজম কর্নার আছে। সাধারণত এখানে ১০ জন অটিস্টিক বাচ্চার জন্য ১ জন শিক্ষক আছেন এবং ২ জন কেয়ারগিভার রয়েছেন। অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের পড়ানোর জন্য শিক্ষকদের বিশেষ কোনো প্রশিক্ষণ নেই।

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিতে বিশেষায়িত বিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের জন্য যে বিএসএড প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা ঢাকায় নিজস্ব অর্থায়নে জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রে সম্পন্ন করতে হয়। ফলে ঢাকার বাইরের অনেকেই এ প্রশিক্ষণ নিতে পারে না থাকা ও খাওয়া বাবদ প্রচুর খরচ হবে এ বিবেচনায়। জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন নিজ অর্থায়নে এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের জন্য কোনো প্রশিক্ষণের আয়োজন করে না। এসকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিএসএড প্রশিক্ষণসহ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিতে আরও বিভিন্ন ধরনের যেমন অকুপেশানাল ও আচরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কিছু প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির অভিভাবকদের সচেতনতা ও কাউন্সেলিং বাবদ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং তাদের বরাদ্দ মন্ত্রণালয়ে ফেরত যায়। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট- এর অর্থায়নে বিএসএড প্রশিক্ষণসহ আরও কিছু প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হলে এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বিশেষত নতুন শিক্ষকেরা উপকৃত হবেন এবং এর সুফল ভোগ করবে প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীরা। তাদের দক্ষতার ঘাটতির কারণে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি বিশেষ করে শিশুদের শারীরিক সুস্থতা, মানসিক ও বুদ্ধিগত বিকাশে বিলম্ব হচ্ছে।

৩.২.২ বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

২০১৩ সালে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষার জন্য আইন প্রণীত হয়েছে। তবে গত ৭ বছরেও জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট খাতের জন্য আলাদাভাবে বরাদ্দ রাখা হয় নি। ফলে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ব্যয় হলেও সেটা এ খাতের প্রকৃত বরাদ্দ কিনা তা স্পষ্ট নয় অর্থাৎ বাজেট অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়। যদিও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটা বড় অঙ্কের টাকা বরাদ্দ থাকে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিগত তিন বছরের বিশেষ খরচের খাতগুলো সন্নিবেশ করে বাজেট বরাদ্দ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় প্রতিবন্ধী ভাতার আওতায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় সমন্বয় করে তা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও তা চাহিদার নিরিখে স্বল্প (সারণি ৩)।

সারণি ৩: প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিগত তিন বছরের বাজেটে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

বাজেটের খাত	অর্থবছর ২০১৭-১৮	অর্থবছর ২০১৮-১৯	অর্থবছর ২০১৯-২০	২০১৭-১৮ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটে বৃদ্ধি (%)
প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ	১.৫০	১.৫০	১.৫০	০.০০
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম	**৫৪.৫০**	**৮০.৩৭**	**৯৫.৬৪**	**৭৫.৪৯**
অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম	৬৯৩.০০	৮৪০.০০	১৩৯০.৫০	**১০০.৬৫**
শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট	১০.০০	১১.৫০	১৫.০০	৫০.০০
প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র	৬৫.০০	৬২.৯৩	৬৫.০০	০.০০
নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিরক্ষা সুরক্ষা ট্রাস্ট	**১০.৫০**	**২৫.৫০**	**২৭.৫০**	**১৬১.৯০**
দক্ষ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল	১.৫০	১.৫০	১.৬৫	১০.০০
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	২২.৯৬	২৫.০০	২৮.০০	২১.৯৫
সরকারি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহ	-	৪.৫২	৫.৭৫	-
সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ	-	৬.১৩	৮.২৫	-
মোট	**৮৫৮.৯৬**	**১০৫৮.৯৫**	**১৬৩৮.৭৯**	**৯০.৭৯**

সারণিতে ভাতা ছাড়া নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিরক্ষা সুরক্ষা ট্রাস্টে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে এ খাতটি নতুন হওয়ায় এবং ধীরে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায়। এ খাতগুলো ছাড়াও সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন খাতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য খরচ হয়।

উপরিউক্ত খাতসমূহে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও অনেক খাতে বা উপখাতে এখনও প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দ কম। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর ১৬ ধারায় বলা হয়েছে, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রসহ প্রযোজ্য সব ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য দেশব্যাপী প্রায় ১,২০০টি কমিটি রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে থাকা দুটি কমিটির একটির সভাপতি সমাজকল্যাণমন্ত্রী, আরেকটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব। ৬৪টি জেলাসহ উপজেলা ও শহর পর্যায়ে থাকা কমিটিসমূহের পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য সদস্য সচিবের নেতৃত্বে কমিটি করা হয়েছে, যার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাজেটে বরাদ্দ নেই। এ কারণে এসব কমিটির প্রতি তিন মাসে একটি করে সভা করার কথা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হয় না। ফলে এসব কমিটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। বাজেটে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠনের জন্য বরাদ্দ নেই যা জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদের আলোকে থাকার কথা ছিল। প্রতিবন্ধিতা নিয়ে যারা কাজ করেন তারা মনে করেন, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কাঠামোগতভাবে খরচের কোনও বরাদ্দ নেই। ফলে বাস্তবে আইনের কোনও প্রতিফলন নেই। যদি এ আইনকে বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে আইনের প্রতিটি ধারায় যা যা করার কথা রয়েছে, সেসব নিয়মতান্ত্রিকভাবে করা প্রয়োজন।

> " আইন প্রয়োগের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনধারণ, চাকরি সবক্ষেত্রে বরাদ্দ থাকার কথা ছিল। আইন প্রয়োগের জন্য কাঠামোগত ব্যবস্থার জন্যও কোনও বরাদ্দ নেই বাজেটে। যার ফলে কাগজে-কলমে আইন রয়ে গেছে, কার্যকর ভূমিকা নেই।"
>
> ***- একজন বিশেষজ্ঞ***

এছাড়া সামাজিক সুরক্ষার আওতায় মাসে ৭৫০ টাকা করে ১৮ লাখ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের (সমাজসেবা অধিদফতরের নিবন্ধিত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির প্রায় ৮৪%) ভাতা দেওয়া হচ্ছে যা জীবনধারণের চাহিদা পূরণে এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা বিবেচনায় অনেক কম। অর্থাৎ সমাজসেবা অধিদফতর নিবন্ধিত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির প্রায় ১৬ শতাংশ এখনো সরকার প্রদত্ত ভাতার আওতায় আসেনি। ভাতার পরিমাণ বিভিন্ন বছরে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মৌলিক চাহিদার পরিবর্তে মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনা করা হয়েছে। ২০১৬ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী সর্বনিম্ন ক্যালরিসম্পন্ন খাবারের জন্য প্রয়োজন দৈনিক ৬০ টাকা হিসেবে ১৮০০ টাকা যা মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় অনেক কম। এখানে বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা বিবেচনা করা হয় নি।

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য ঋণ সহয়তা বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ অনেক কম। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংখ্যার তুলনায় এই অপ্রতুল বরাদ্দের কারণে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা এই এ বিষয়টি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জানানোর ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। অধিকাংশ সমাজসেবা কার্যালয়ের অবস্থা প্রায় একই রকম। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা কী ধরনের কাজে ঋণের টাকা বিনিয়োগ করবেন সেই পরিকল্পনা যাচাই-বাছাই শেষে সমাজসেবা কার্যালয়ে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সাধারণত এই ঋণের পরিমাণ ১০,০০০-৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। শহরাঞ্চলে অবস্থিত একটি সমাজসেবা কার্যালয়ে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৫৩ জন প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিকে এ ধরনের ঋণ প্রদান করা হলেও বর্তমানে এই অফিস নতুন কাউকে ঋণ দিতে পারছে না এই খাতে বরাদ্দ না থাকায়।

একইভাবে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের জন্য অফিস খরচ বাবদ প্রতি চার মাসের জন্য বরাদ্দ ২০,০০০ টাকা রাখা হয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এক্ষেত্রে প্রধান খরচের মধ্যে রয়েছে ইউএসটি থেরাপির জন্য ব্যবহৃত জেল (প্রতি টিউবের দাম ৫০০ টাকা), ইন্টারনেট বিল, পত্রিকার বিল, প্রিন্টারের কালি, সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থরা (সচিব বা উপসচিব) পরিদর্শনে আসলে তাদের আপ্যায়ন ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানের খরচ ইত্যাদি।

এছাড়া সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন কার্যক্রমের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তা বাস্তবায়নে বিশেষকরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দের ঘাটতি রয়েছে। জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের শিক্ষিত মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, দক্ষ করে গড়ে তোলা, চাকুরির অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বরাদ্দের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় না।

প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে গৃহীত উদ্যোগ বা পরিকল্পনা গ্রহণে ঘাটতি

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চাহিদার ভিত্তিতে তাদের কল্যাণের জন্য যে ধরনের সরকারি উদ্যোগ বা প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত তা বাস্তবে হয় না। সরকারের যারা এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত তাদের সকল ধরনের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে ধারণা নেই। একারণে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে গ্রহণে প্রতিবন্ধিতার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার বিষয়ে ঘাটতি রয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বিভিন্ন লক্ষ্য অনুসারে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, পরিবহন ও সম্পদের ওপর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়নে ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত অধিকসংখ্যক কর্মসূচি থাকায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে উল্লিখিত সেবাসমূহের ক্ষেত্রে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণে ঘাটতি বিদ্যমান। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কমিটিতে সমাজসেবা কর্মকর্তাকে রাখা হয় নি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে পরিকল্পনা গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে। অধিকাংশ সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধিবান্ধব উপযোগী পরিবেশ ও বিশেষায়িত সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেই। সরকারি সদর হাসপাতাল ও নতুন বিদ্যালয়ে শুধু র‍্যাম্পের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হলে প্রয়োজন প্রবেশগম্য শৌচাগার, পানি প্রাপ্তির উপযোগী পরিবেশ, উপযোগী অন্যান্য অবকাঠামো যেমন লাইব্রেরি এবং বই, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষক (ইশারা ভাষায় দক্ষ শিক্ষক বাক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য)। কিন্তু এগুলোর ব্যবস্থা করা হয় না। এমনকি র‍্যাম্প রাস্তা থেকে সংযোগ নেই ফলে বর্ষা মৌসুমে প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না।

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ধারণে বাস্তবসম্মত উদ্যোগ না থাকায় তাদের কল্যাণে কার্যকর উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি হয় নি। আবার প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা নিয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সূত্রে ভিন্নতা রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা ২০,২৯,২৩০ (মোট জনসংখ্যার ১.৪১%)।[৩৫] সে হিসেবে ২০২০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মোট প্রাক্কলিত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা ২৪,০৮,৭০৯।[৩৬]

---

[৩৫] *বিবিএস স্ট্যাটসটিক্যাল পকেটবুক*, ২০১৮, স্ট্যাটিসটিকস এন্ড ইনফরমেশন বিভাগ, মিনিস্ট্রি অফ প্ল্যানিং।
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/d6556cd1_dc6f_41f5_a766_042b69cb1687/PocketBook_2018.pdf, (সংগৃহীত ৮ মে ২০১৯)।

[৩৬] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর হিসাব অনুযায়ী, নভেম্বর ২০২০ এ প্রাক্কলিত জনসংখ্যা ১৭.০৮৩ কোটি। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ ধরা হয়েছে এবং জনসংখ্যার ১.৪ শতাংশ ধরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রাক্কলন করা হয়েছে। বিস্তারিত:
http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/Census2011/Bangladesh_glance.pdf

বিবিএস-এর খানা আয়-ব্যয় জরিপ প্রতিবেদন (HIES ২০১০) অনুযায়ী ৯.০৭%, এবং খানা আয়-ব্যয় জরিপ প্রতিবেদন (২০১৬) অনুযায়ী ৬.৯৪%। অপরদিকে সমাজসেবা অধিদফতরে নিবন্ধিত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা ২১ লাখ ৪৩ হাজার ৩৫৩ জন (৩০ নভেম্বর ২০২০)।[৩৭] বিশ্বব্যাংক (২০১১) এবং বিভিন্ন এনজিওর প্রাক্কলিত তথ্য অনুযায়ী প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির হার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯-১০%, তবে ৯% হিসেবে বাংলাদেশে নভেম্বর ২০২০ এ প্রাক্কলিত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৫৪ লাখ। অর্থাৎ এ জনগোষ্ঠীর প্রায় সাত ভাগের এক ভাগ সমাজসেবা অধিদফতর নিবন্ধন করতে পেরেছে, মাত্র নয় ভাগের এক ভাগ ভাতা পাচ্ছে।

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য আইন প্রণয়ন, কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে সকল ধরনের প্রতিবন্ধিতার বিষয়টিকে সমভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অটিজম সর্ম্পকিত কার্যক্রমে তুলনামূলকভাবে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা ও এর অধীনে সচেতনতা কর্মসূচি, এনডিডিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা অনুদান, অটিজম রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা, ৬০টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয় এমপিওভুক্তকরণ ইত্যাদি অটিজম সর্ম্পকিত কার্যক্রম। কিন্তু এসকল কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে।

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণে জাতীয় পর্যায়ে বিশেষায়িত জরিপ পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যকর পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। জরিপের জন্য জরিপকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণে ঘাটতি এবং জরিপ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সময় না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি জেলা শহরের একটি ওয়ার্ডে ৫০০ পরিবার আছে কিন্তু জরিপের জন্য মাত্র ৭ দিন সময় দেওয়ায় সব পরিবারের কাছে যেতে পারে নি জরিপকারীরা। কোথাও কোথাও কোনো পরিবারে কাউকে না পাওয়া গেলে পরবর্তীতে সেই পরিবারে সাথে জরিপকারীদের পুনরায় যোগাযোগের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা হয়ে ওঠেনি সময়ের অভাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেলা সদর হাসপাতালে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরনের জন্য মাত্র একজন ডাক্তার থাকেন যিনি এ বিষয়ে ৬ মাসের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ব্যস্ত একজন ডাক্তারের পক্ষে যথাযথভাবে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণ কষ্টসাধ্য। কিন্তু কোনো কোনো জেলায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের কনসালটেন্টদের নিযুক্ত করা হয় না ফলে শনাক্তকরণে দীর্ঘ সময় লাগে।

এছাড়া প্রতিবন্ধিতা সহায়ক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের ক্ষেত্রে বাক-শ্রবণ, দৃষ্টি এবং শারীরিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বিবেচনা করা এবং প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের চাহিদা নিরূপন করা হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব কেন্দ্রে প্রতিবন্ধিসহায়ক প্রশিক্ষনের সুযোগ-সুবিধা ও প্রশিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। নিচতলা ব্যতীত অন্য তলায় প্রশিক্ষণে আয়োজন করলে শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করতে পারে না, বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধিতাসহ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ইশারা ভাষায় দক্ষ প্রশিক্ষক দেওয়া হয় না, অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য কম্পিউটারে JOZ ও NDVO সফটওয়্যার থাকে না। সর্বোপরি পেশাদার জনবল, সেবা ও সক্ষমতা এই তিনটি বিষয় সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় না। সহজে ফলাফল দেখানো যায় এমন ধরনের প্রকল্প নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারনী পর্যায় থেকে শুরু করে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদের আগ্রহ তুলনামূলকভাবে বেশি। যেমন, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহযোগিতার পরিবর্তে গড়ে সবাইকে ভাতা প্রদান বা নগদ অর্থ প্রদানের বিষয়ে তারা বেশি আগ্রহী। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মূল দায়িত্বে থাকলেও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে এই মন্ত্রণালয়ের যথাযথ পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। এই মন্ত্রণালয় কর্মপরিকল্পনা বিভিন্ন ধরনের ভাতা নির্ভর কার্যক্রমের মধ্যে সরকার সীমাবদ্ধ রয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ন্যায় সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৩.২.৩ অবকাঠামোগত ও লজিস্টিকস সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ও লজিস্টিকস সংক্রান্ত সমস্যা বিরাজমান। শনাক্তকরণ, ভাতা, ঋণ বা অনুদান প্রাপ্তি, স্বাস্থ্যসেবা অনুদান, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা সেবা, পরিবহন সেবাভেদে প্রতিষ্ঠানসমূহে অবকাঠামোগত ও লজিস্টিকস সংক্রান্ত সমস্যা বিদ্যমান। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কার্যালয়,

[৩৭] মে ২০১২ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত, সমাজসেবা অধিদফতর।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি হাসপাতাল, আদালত, দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্র, ভোটকেন্দ্র, রাস্তাঘাট, ফুটপাত, ফুটওভার ব্রীজ, লঞ্চ ও ফেরিঘাট প্রতিবন্ধিবান্ধব নয়। অধিকাংশ কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির উপযোগী পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নেই, যেমন র‍্যাম্প, শৌচাগারের অভাব। এছাড়া প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিদ্যালয় নেই - সরকরি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পাঁচটি, সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় আটটি, এমপিওভুক্ত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয় জেলার সদর উপজেলাকেন্দ্রিক।

শনাক্তকরণ, ভাতা, ঋণ বা অনুদান প্রাপ্তি সেবার জন্য উপজেলা/শহরাঞ্চল সমাজসেবা অফিস

শহর এলাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অবকাঠামো না থাকায় সমাজসেবা কার্যালয়কে ভাড়া বাসায় স্থানান্তর করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাড়া বাসায় পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যালয় কর্তৃপক্ষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। পর্যাপ্ত জায়গা, বসার স্থান এবং চেয়ারের সংখ্যা না থাকায় অনেকক্ষেত্রে কাজের গতি ধীর হয়, ফলে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা পেতে দেরি হয়। এছাড়া অধিকাংশ কার্যালয়সমূহে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির উপযোগী পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নেই। যেমন র‍্যাম্প[৩৮] ও ব্রেইল ব্যবস্থা নেই। শৌচাগার ব্যবস্থাও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী নয়।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সরকারি হাসপাতালসমূহ

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানের জন্য হাসপাতালে আলাদা ইউনিট বা কক্ষ নেই। জেলা সদর হাসপাতালের প্রবেশদ্বারে র‍্যাম্প থাকলেও উপজেলা হাসপাতালসমূহে র‍্যাম্প নেই ফলে শারিরীক ও সেরিব্রাল পালসসহ অনেক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপজেলা হাসপাতাল থেকে সেবা নেওয়া কষ্টসাধ্য। এছাড়া হাসপাতালে চিকিৎসা উপকরণের ঘাটতি রয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা অনুদানের জন্য নিউরো ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট

নিউরো ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টের নিজস্ব ভবন নেই। এছাড়া জেলা কেন্দ্রিক কোনো কার্যালয় নেই। ফলে অনেকেই জানে না কোথায় যেয়ে আবেদন করতে হবে অনুদানের জন্য।

থেরাপি ও বিভিন্ন ধরনের উপকরণ প্রাপ্তিসহ ইত্যাদি সেবার জন্য প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র ও এর মোবাইল ভ্যান কার্যক্রম

অটিজমসহ সব প্রতিবন্ধিতা ব্যক্তিদের বিভিন্ন ধরনের থেরাপি সেবা, কান ও চোখের পরীক্ষা, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণ, কাউন্সেলিং, সহায়ক উপকরণ প্রাপ্তি ইত্যাদি সেবার জন্য প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে আসতে হয়। শারিরীক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের থেরাপি দেওয়ার জন্য ট্রাকশন মেশিন অত্যন্ত প্রয়োজন। কোনো কোনো কেন্দ্রে নতুন ট্রাকশন মেশিন আসলেও তা লাগানো যায় নি বা কার্যকর করা যায় নি ঢাকা থেকে টেকনিশিয়ান না আসায়। সাধারণত যেসব কোম্পানি থেকে এ ধরনের ডিভাইস কেনা হয় সেসব কোম্পানির টেকনিশিয়ানরা এসে তা সেট করে দিয়ে যান। কিন্তু অধিকাংশ সময় টেকনিশিয়ানরা সময়মত আসেন না। ফলে শারিরীক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে মেরামতের বাধ্যবাধকতা থাকায় বিভিন্ন থেরাপি মেশিন নষ্ট হয়ে গেলে তা দীর্ঘসময় অকেজো থাকে। আইআরআর, ইউএসটি মেশিনসহ অন্যান্য মেশিন নষ্ট হয়ে গেলে তা সারানো কঠিন হয়ে পড়ে - মাঝে মাঝে এসব মেশিন ৬ মাস থেকে ১ বছর নষ্ট হয়ে পড়ে থাকে। ফলে মাঝে মাঝে থেরাপি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা কঠিন হয়ে পড়ে এবং কোনে কোনো ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ধরনের থেরাপি কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হয়।

অটিজমসহ সব প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চিকিৎসাসহ ১০টি সেবা দিতে দেশব্যাপি চালু হয় মোবাইল থেরাপি ভ্যান। সেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে- ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি, কান ও চোখের পরীক্ষা, অটিজম, এনডিডি, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অভিভাবকদের কাউন্সেলিং, রেফারেল সার্ভিস এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে পাঠানো, সহায়ক উপকরণ ব্যবহার, প্রশিক্ষণ ও বিতরণ, প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত অন্য সেবা প্রদান এবং গণসচেতনতা। বড় কাভার্ড ভ্যানে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য এ মোবাইল থেরাপি ভ্যান তৈরি করা হয়েছে। ভ্যানে থেরাপি সেবা দিতে ছোটখাটো বিভিন্ন যন্ত্রপাতিসহ ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি রয়েছে।[৩৯] এছাড়াও অত্যাধুনিক এ মোবাইল থেরাপি ভ্যানে মাল্টিমিডিয়া ও প্রজেক্টর, এয়ার কন্ডিশন, সোলার প্যানেল, পাওয়ার জেনারেটর, হাইড্রোলিক লিফট, তাঁবু, ল্যাপটপ, প্রিন্টার,

---

[৩৮] এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যাবার ঢালু হয়ে যাওয়া পথ, প্রবেশদ্বরে বা বিভিন্ন তলার সংযোগে এটা থাকতে পারে।

[৩৯] যন্ত্রপাতির মধ্যে অডিওমিটার, রেটিনোস্কোপ, ইনফ্রা রেড রেডিয়েশন, ইনটার ফেরেনশিয়াল থেরাপি, টেন্স অ্যান্ড ভাইব্রেটর মেশিন, শর্ট ওয়েব ডায়াথারমি, আলট্রা সাউন্ড থেরাপি, ব্লাড প্রেসার মেশিন ও স্টেথোস্কোপ, গনিওমিটার অ্যান্ড রিফ্লেক্স হেমার, পেরাফিন ওয়াক্স বাথ, ডিজিটাল ট্রাকশন উইথ থেরাপি টেবিল, ফোলডেবল হুইল চেয়ার, ট্রায়াল লেন্স সেট, ভিশন বক্স, ইএনটি সেট, ফাস্ট এইড বক্স, এক্সরে ভিউ বক্স ও অক্সিজেন সিলিন্ডার ইত্যাদি।

ইন্টারনেট এবং অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুইটি জেলার জন্য একটি মোবাইল ভ্যান থাকলেও কোনো ক্ষেত্রে তিনটি জেলার জন্য একটি মোবাইল ভ্যান আছে। তবে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কিছু মোবাইল ভ্যান ও মোবাইল ভ্যানে স্থাপিত এসব অত্যাধুনিক থেরাপি মেশিন অকেজো অবস্থায় আছে। মোবাইল ভ্যানের খুচরা যন্ত্রাংশ বাংলাদেশে সহজলভ্য না হওয়া মেরামত না হওয়ার কারণ। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের যথাযথ সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ, গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলার জন্য ১টি মোবাইল ভ্যান থাকলেও বর্তমানে মোবাইল ভ্যানের এসি নষ্ট এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে - মাঝে মাঝে এটি ৬ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত নষ্ট হয়ে পড়ে থাকে। এছাড়া কারিগরী ত্রুটির জন্য অনেক ভ্যানে অতিরিক্ত শব্দের কারণে জেনারেটর ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। ফলে যে এলাকায় ব্যবহৃত হবে সে এলাকার বিদ্যুৎ এর ওপর নির্ভর করতে হয়। বিদ্যুৎ না থাকলে থেরাপি কার্যক্রম বন্ধ থাকে। মোবাইল ভ্যান যতটা না থেরাপির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তার চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে মাঠপর্যায়ে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক প্রচার-প্রচারণার কাজে।

প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সহায়ক উপকরণ প্রয়োজন হয়। মাঠপর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের নানা ধরনের সহায়ক উপকরণ দেওয়া হয়। সরকারিভাবে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অধীন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সহায়ক উপকরণ দেওয়া হয়। মাঠ পর্যায়ে শারিরীক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ট্রাই-সাইকেল এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য হিয়ারিং এইডের ঘাটতি রয়েছে। সমগ্র জেলার জন্য যে সংখ্যক হুইলচেয়ার পাওয়া যায় তা অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হয়। চাহিদা যাচাই না করে সমান সংখ্যক হুইলচেয়ার সকল জেলায় পাঠানো হয় এবং তা প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের মাপ অনুযায়ী হয় না।

> " সমগ্র জেলার জন্য মাত্র ১৫০ বয়স্ক মানুষের জন্য হুইলচেয়ার পাওয়া গেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।"
>
> - **একজন প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা**

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়

শুধুমাত্র রমনা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ের ট্রাস্টের নামে জায়গা থাকলেও বাকি ৫৯টি বিদ্যালয়ের নিজস্ব জায়গা নেই। জায়গা না থাকায় তাদের নিজস্ব ভবন নেই ফলে তারা অনেকক্ষেত্রে কোনো সরকারি বিদ্যালয়ের জায়গায়, সরকারি কার্যালয়ে বা ভাড়া বাসায় তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চালায়। অনেকক্ষেত্রে পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ টিনসেড ভবনে পাঠদান কার্যক্রম চলে। অনেক বিদ্যালয়ে এক কক্ষের স্যাঁতসেতে পরিবেশেও শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করে। অনেক বিদ্যালয় প্রথম তলায় ভাড়া পায় না, ফলে সেসব বিদ্যালয়সমূহে হুইল চেয়ারে আসা অটিজম, মৃদু সেলিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম ব্যক্তিদের অধ্যয়নের জন্য কষ্টসাধ্য, কারণ ঐ সকল ভবনে লিফট নেই, প্রবেশদ্বারে বা তলার সংযোগে র‍্যাম্প নেই। ফলে শিশুদের কোলে করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও বড়দের নেওয়া সম্ভব হয় না, ফলে তারা একসময় ঝরে পড়ে। অনেক বিদ্যালয়ে সংলগ্ন মাঠ নেই ফলে শারিরীক চর্চা করানো কঠিন হয়ে যায়। শৌচাগার ব্যবস্থাও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী নয়। অনেক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত চেয়ার নেই। এছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণে ঘাটতি রয়েছে। ভোকেশনাল বা বৃত্তিমূলক কাজের সরঞ্জামাদির ঘাটতি রয়েছে, অনেকক্ষেত্রে তা নষ্ট রয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সংগীত বিষয়ক সরঞ্জামাদি যেমন তবলা, মাইক্রোফোন ও গিটার নেই। থেরাপি এবং শারিরীক চর্চার জন্য ব্যবহৃত কিছু মেশিন বা যন্ত্র থাকলেও, যেমন দৌড়ানোর যন্ত্র, তা অনেক বিদ্যালয়ে নষ্ট। বিদ্যালয়সমূহে কানে শোনা মেশিন নেই। খেলাধুলার আনুসঙ্গিক সরঞ্জামাদি যেমন লোগো, পাজল নেই। এছাড়া প্রতিবন্ধিতাসহ শিশুর বিদ্যালয়ে আসার জন্য ভ্যানের ঘাটতি আছে। সার্বিকভাবে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের পরিবেশ বুদ্ধি ও অটিজম শিশুদের পড়াশুনার জন্য উপযুক্ত নয়।

বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ও আবাসন

নব-নির্মিত বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নত হলেও পুরাতন বিদ্যালয়ের ভবন ও আবাসন জরাজীর্ণ এবং কক্ষ স্বল্পতা রয়েছে। বিদ্যালয় এবং আবাসনে শৌচাগারের অবস্থা খুবই খারাপ। অনেক জানালার কাঁচ ভাঙা থাকায় শীতকালে প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীরা অনেক সমস্যায় পড়ে, কিন্তু তা বারবার জানানো হলেও সমাজসেবা অফিস থেকে মেরামত করা হয় না। বিদ্যালয়ে কোনো লজিস্টিকস ঘাটতি নেই।

সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের আবাসন

নব-নির্মিত সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের আবাসান উন্নত হলেও পুরাতন আবাসন জরাজীর্ণ। আবাসনে শৌচাগারের অবস্থাও খারাপ।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সুবিধাদি একজন প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এখন পর্যন্ত দেশের অধিকাংশ সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী নয়। বিশেষত শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থী /বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযোগী র‍্যাম্প বা ঢালু সিঁড়ির ব্যবস্থা নেই। টয়লেট বা শৌচাগারগুলো তাদের উপযোগী নয়। এজন্য হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হয়।

পরিবহন সেবার জন্য পরিবহন

পরিবহন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সকল গণপরিবহনে শতকরা পাঁচ ভাগ আসন নির্দিষ্ট করা নেই। ঢাকায় কিছু পরিবহনে আসন নির্দিষ্ট করা হলেও তা ড্রাইভারদের পাশে ইঞ্জিনের পাশাপাশি যা প্রশস্ত নয় এবং প্রতিবন্ধিবান্ধব নয়। এছাড়া যেসব প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি হুইল চেয়ারে চলাফেরা করে তাদের পরিবহনে উঠবার জন্য অটোমেটিক র‍্যাম্পের ব্যবস্থা নেই ফলে শারিরীক, সেরিব্রাল পালসিসহ অনেক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির ক্ষেত্রে গণপরিবহনে যাতায়াত করা সম্ভব হয় না। ফলে সেবা নেওয়ার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ সময় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সিএনজি চালিত গাড়ি ব্যবহার করতে হয় যা পরিবারের জন্য ব্যয়বহুল হওয়ায় অনেকক্ষেত্রে তারা সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সকল এলাকায় বুদ্ধি ও অটিজম বিদ্যালয় না থাকায় অনেককে সিএনজি করে অনেকদূর থেকে আসতে হয় এবং তা পরিবারের জন্য ব্যয়বহুল হওয়ায় মাসের অর্ধেক সময় তারা বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। ফলে তারা বিভিন্ন ধরনের আচরণগত শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, খেলাধুলা ও শারিরীক চর্চা থেকে বঞ্চিত হয়।

অধ্যায় চার

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে চ্যালেঞ্জ ও অনিয়ম-দুর্নীতি

নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে উন্নয়নে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে এখনও নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকদের ন্যায় মৌলিক অধিকার ও সেবা প্রাপ্তির জন্য সমান দাবিদার হলেও তারা এসব ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয় যা এই অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হলো।

৪.১ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি থাকায় 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' বাস্তবায়নে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অগ্রসরে ধীরগতি দেখা যাচ্ছে। কমিটিসমূহের সভা নিয়মিত না হওয়া, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ প্রাপ্তি, যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণসহ সকল ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হতে সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণে ঘাটতি লক্ষণীয়। সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আন্তঃসমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান। স্বাস্থ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিক্ষা, পরিকল্পনা, সড়ক পরিবহন ও সেতু, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, শ্রম ও কর্মসংস্থান, আইন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে কাজ করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় প্রতিবন্ধিতার নতুন নতুন ধরন আবিষ্কার হলেও সে বিষয়ে জানার ঘাটতি রয়েছে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকদের। ফলে সব ধরনের প্রতিবন্ধিতার বিষয় তাদের কাছে প্রাধান্য পায় না। ফলে প্রতিবন্ধিবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় পরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্যোগের ঘাটতি এবং সরকার জেলা সদর হাসপাতাল ও নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে র‍্যাম্প তৈরির মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখা যায়। এছাড়া শনাক্তকরণ, ভাতা, ঋণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ শহর/উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের যেকোন ধরনের আর্থিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে সমাজসেবা অফিস এই কেন্দ্রকে এড়িয়ে চলে, কোনো আলোচনা হয় না। ফলে অনেকসময় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবাপ্রাপ্তি দেরিতে হয়। আবার প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের সহায়ক সামগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে এই দুই প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় প্রয়োজন। সমন্বয় সঠিক না কাজ করার অন্যতম কারণ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও সুরক্ষা নিশ্চিতে গঠিত কমিটি কার্যকর না থাকা। এই দুইটি কার্যালয় সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করলে তা আরও ফলপ্রসূ হবে।

৪.২ বাজেট, কর্মপরিকল্পনা, প্রকল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণ

বাজেট নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত না করা

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে বরাদ্দ নির্ধারণে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠন ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণে উদ্যোগের ঘাটতি বিদ্যমান। এ বিষয়ে কোনো কোনো এনজিও মতবিনিময় সভার আয়োজন করলেও সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে এরকম কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না। ফলে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে বরাদ্দকৃত বাজেট প্রতিবন্ধিবান্ধব হয় না।

কর্মপরিকল্পনায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অংশগ্রহণের ঘাটতি

অধিকাংশ জেলা ও উপজেলায় কমিটি থাকলেও নিয়মিত সভা না হওয়ায় সদস্যদের মতামত প্রকাশের সুযোগ কম এবং ক্ষেত্রবিশেষে জেলা পর্যায়ের কমিটির সভায় অধিকাংশ সদস্য বক্তব্য বা মতামত তুলে ধরতে পারেন না। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে গৃহীত অধিকাংশ অধিকাংশ সরকারি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠন ও এনজিওসমূহের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ নেই এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের মতামত গুরুত্ব না দেওয়ায় উদ্যোগসমূহের স্থায়িত্বের সংকট দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এমপিওভুক্তকরণ, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতামত উপেক্ষা করে মোবাইল ভ্যান তৈরি। যেমন, ২০০৯ সালে সুইড বাংলাদেশ পরিচালিত ৪৮টি বিদ্যালয়সহ মোট ৬০টি বিদ্যালয় অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও দুইটি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এ সময় সুইড বাংলাদেশ ও কল্যানী কেউ চায় নি বিদ্যালয়গুলো এমপিওভুক্ত হোক। কিন্তু শিক্ষকদের বেতন দিতে না পারায় অবশেষে শিক্ষকেরা বাধ্য হয়ে সরকারি নতুন ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে এমপিওভুক্ত হওয়ার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করে।

এমপিওভুক্ত হওয়ার সময় বিদ্যালয়ের নামে জমা অনুদান এনজিও কর্তৃক তছরূপ হয় এবং মিরপুর ও ধানমন্ডি শাখায় শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দেওয়া হয় না। উদাহরণস্বরূপ একটি বিদ্যালয়ের নামে ৭০ লাখ টাকার অনুদান জমা ছিল যা দিয়ে সুইড বাংলাদেশ জমি কিনে বিদ্যালয়ের নামে। কিন্তু বিদ্যালয়ের নির্বাহী কমিটি সরকারি ব্যবস্থাপনা কমিটি হওয়ায় এই জমি সুইড নিয়ে যায়। এমপিওভুক্ত করাবার প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে সরকার যদি এনজিওগুলোর সাথে আলোচনায় বসতো তাহলে বিদ্যালয়গুলো এমন বঞ্চনার শিকার হতো না। বিদ্যালয়ের জমাকৃত অনুদান না থাকায় তারা বরাদ্দের ঘাটতির কারণে প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের যথাযথ শিক্ষা দিতে পারে না। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা ও বিভিন্ন ধরনের থেরাপি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনজিও বিশেষত যারা প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে তাদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে মোবাইল ভ্যান তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলেও পরবর্তীতে সেসব পরামর্শ আমলে না নেওয়ায় এসব ভ্যান সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে নি এবং এর উল্লেখযোগ্য একটি অংশ অকেজো হয়ে পড়ে আছে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছিল যে মোবাইল ভ্যানগুলো এমন আকারের হবে যা সহজে মাঠ পর্যায়ের রাস্তায় চলাচল করতে পারবে এবং প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা উপকৃত হবে। কিন্তু মোবাইল ভ্যান আকারে অনেক বড় বিধায় এটি নিয়ে সব জায়গায় যাওয়া যায় না - অনেক ক্ষেত্রে গাড়িতে বেধে বিদ্যুতের লাইন ছিঁড়ে যাওয়ায় জরিমানা দিতে হয়েছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণে অধিকাংশ সময় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয় না। ফলে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা কর্মসংস্থানের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে ঘাটতি রয়েছে।

প্রকল্পে সরকারি সংস্থার সাথে নকশা প্রণয়নকারী সংস্থা ও দাতা সংস্থার সমন্বয় ও অংশগ্রহণ

বিভিন্ন দাতা সংস্থার মধ্যে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প তাদের অর্থায়নে হলেও সেসব প্রকল্প কতটা প্রতিবন্ধিবান্ধব তা নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে নকশা প্রণয়নকারী সংস্থা, দাতা সংস্থা ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠনের অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় প্রকল্প প্রতিবন্ধিবান্ধব হয় না, এসকল প্রকল্পে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে নকশা প্রণয়নকারী সংস্থার, দাতা সংস্থার আরও বেশি সমন্বয় ও অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম মেট্রোরেল প্রকল্প যেখানে সব ধরনের প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে। মেট্রোরেলে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের ওঠানামার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৪.৩ স্বচ্ছতা

তথ্যের উন্মুক্ততা ও তথ্যে অভিগম্যতা

'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' বাস্তবায়নে প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত বিভিন্ন উদ্যোগ ও প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে এবং প্রকাশিত তথ্য হালনাগাদ নয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে কমিটি সংক্রান্ত এবং সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইটে বিগত ছয় বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন না থাকায় প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বা সংস্থার ওয়েবসাইটে বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য থাকলেও তা অনেকক্ষেত্রে হালনাগাদকৃত নয় আবার বিভিন্ন জায়গায় একই তথ্য ভিন্ন। যেমন প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা একেক জায়গায় একেক রকম। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের নিয়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও প্রকল্পের বিভিন্ন কাজে স্বচ্ছতার ঘাটতি আছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের বিভিন্ন লিংক কার্যকর নয়, যেমন সমাজসেবা অধিদফতর ও এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের ওয়েবসাইট। এছাড়া সরকারি অনেক ওয়েবসাইটের পরিচিতি ছাড়া ভিতরের তথ্য এবং ওয়েবনির্ভর/অনলাইন সেবা, বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার এবং অ্যাপ দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য অভিগম্য নয়, যেমন রেলওয়ের টিকিট কাটা।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয় এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে হালনাগাদ নাগরিক সনদ ও তথ্যবোর্ডে প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ, কতজন বরাদ্দ পাচ্ছে, কীভাবে সেবা পেতে পারে এ সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি বিদ্যমান। 'দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কার্যক্রম' এর বিস্তারিত তথ্য নেই। এছাড়া প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রচার-প্রচারণায় ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে ঘাটতি রয়েছে। সুবর্ণকার্ড করার জন্য প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের একাংশ এবং তাদের অভিভাবক কোনো কোনো সময় প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছাড়াই সমাজসেবা অফিসে আগমন করেন। এছাড়া সচেতনতামূলক কার্যক্রমে ঘাটতি থাকার কারণে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সাথে আচরণ ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে অধিকাংশ অভিভাবকের পাশাপাশি সামাজিক অসচেতনতা বিদ্যমান এবং এ কারণে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা সামাজিক অন্তর্ভুক্তিতে প্রতিবন্ধকতাসহ নানা ধরনের সমস্যা ও হয়রানির শিকার হন।

৪.৪ জবাবিদিহিতা

৪.৪.১ জবাবদিহি ব্যবস্থা ও তদারকি

জবাবদিহি ব্যবস্থা ও তদারকির ঘাটতির কারণে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত গঠিত বিভিন্ন কমিটির নিয়মিত সভা হয় না। এক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা কমিটির সভাপতির অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যস্ততা কারণ হিসেবে দেখানো হয়। ফলে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ধীরগতি হচ্ছে এবং এর সুফল প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা পাচ্ছে না। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন সেবা প্রদান কার্যক্রম ও প্রকল্পে তদারকির (সরেজমিন পরিদর্শন, বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির তদন্ত ইত্যাদি) ঘাটতি বিদ্যমান - শিক্ষা, ঋণ ও ভাতা, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণ ও সুবর্ণকার্ড বিতরণ কার্যক্রম ইত্যাদি। এছাড়া মাঠপর্যায়ে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের কার্যক্রম বিশেষকরে স্বাস্থ্যসেবা, কাউন্সেলিং, থেরাপি ও সহায়ক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রমের ওপর যথাযথ তদারকির ঘাটতি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের একজন কর্মকর্তা বলেন, "এই অফিস কেমনভাবে চলছে সে বিষয়ে কেন্দ্র থেকে জানতে চায় না, একটা ফোনও আসে না এ বিষয়ে।"

৪.৪.২ অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা

অধিকাংশ শহর/উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে লিখিত অভিযোগ দায়েরের সুযোগ থাকলেও নির্ধারিত ফর্ম ও অভিযোগ গ্রহণের রেজিস্টার নেই এবং অধিকাংশ কার্যালয়ে অভিযোগ বাক্স নেই। লিখিত অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচারণা না থাকায় অধিকাংশ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি সেবা সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ দায়ের করেন না। এছাড়া সেবা ও যেকোনো ধরনের হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য হটলাইন থাকলেও প্রচার-প্রচারণার ঘাটতির কারণে অধিকাংশ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি এটি ব্যবহার করেন না।

৪.৪.৩ নিরীক্ষা

১৯৯৬-২০১৯ সালের মধ্যে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদান কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত অধিকাংশ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে কোনো নিরীক্ষা হয় নি। এছাড়া সমাজসেবা মন্ত্রণালয়ের কোনো কার্যালয়ে ২০১৬ এর পরে নিরীক্ষা হয় নি। এছাড়া প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলায় প্রতিষ্ঠিত ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে নিরীক্ষা হয় নি। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে ২০১৬ এর পরে নিরীক্ষা হয় নি। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান জবাবদিহিতা ও তদারকির বাইরে থেকে যাচ্ছে।

৪.৫ সংবেদনশীলতা সংক্রান্ত

৪.৫.১ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আচরণ

সমাজসেবা অফিসে যেয়ে আবেদন না করলে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণের আওতায় আসেন না এবং বাড়ি বাড়ি যেয়ে শনাক্তকরণ কার্যক্রম কয়েকবছর ধরে বন্ধ রয়েছে। সরকারি হাসপাতালসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তারদের একাংশ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চিকিৎসা দেওয়ার বিষয়ে সহমর্মী নন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডাক্তাররা বিরক্তি প্রকাশ করেন। উপজেলা পর্যায়ে ডাক্তারদের কাছে প্রতিবন্ধিতাসহ গর্ভবতী নারী গেলে তাদেরকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিরক্তি প্রকাশ করা এবং সিজারের সময় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে আনতে বলা হয়। অনেক সময় থেরাপির প্রয়োজন হলেও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার কর্তৃক থেরাপিস্টের কাছে রেফার করা হয় না। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশের বিরূপ আচরণ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সাধারণ বিদ্যালয়ের পাশে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেছেন, 'এরা স্কুলের পরিবেশ নষ্ট করে'। প্রতিবন্ধিবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ায় এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কম।

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য কোটা থাকলেও তা চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা হয় না। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ প্রার্থীরা নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হন। আদালতে শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা তৈরির ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য ইশারা ভাষায় দক্ষ ব্যাখ্যাকারী দেওয়া হয় না। দৃষ্টি ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের স্পর্শজনিত বক্তব্য আমলে না নেওয়ায় ধর্ষণের শিকার অধিকাংশ দৃষ্টি ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাসহ শিশু ও নারী ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়।

ঢাকায় অধিকাংশ গণপরিবহনে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি, নারী ও শিশুদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হলেও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য তা সুনির্দিষ্ট করা হয় নি। যেসব আসন বরাদ্দ করা হয়েছে তা চালকের ও ইঞ্জিনের পাশাপাশি যা প্রশস্ত নয় এবং প্রতিবন্ধিবান্ধব নয়। গণপরিবহনে অনেক সময় নির্দিষ্ট সিটে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বসতে দেওয়া হয় না। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও তার অভিভাবক গণপরিবহনে চলার সময় খারাপ আচরণের সম্মুখীন হন। যেমন, অনেক সময় পরিবহন সহকারী ধাক্কা দেয় এবং বলে, 'একে নিয়ে উঠছেন কেন?' এবং বাসে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের ওঠানামার সময় কন্ডাক্টর খারাপ ব্যবহার করে, বিশেষকরে দ্রুত নামার জন্য তাগাদা দেয়। এছাড়া সারাদেশের অধিকাংশ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শৌচাগার ও গণশৌচাগারসমূহ প্রতিবন্ধিবান্ধব করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে।

৪.৫.২ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্তৃপক্ষের সাড়া প্রদান

শিক্ষা গ্রহণে চ্যালেঞ্জ

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অন্যান্য বিদ্যালয়ের মতো বন্ধ আছে প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের বিশেষ স্কুল। সংসদ টিভিতে এবং অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সংযুক্ত করার কার্যক্রম শুরু হলেও প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার জন্য বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিকল্প করণীয় সম্পর্কে তেমন কোনো উদ্যোগ দৃষ্টিগোচর হয়নি। বিশেষ স্কুলগুলোতে প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা শেখানোটাই কিন্তু মুখ্য নয়। এসব স্কুলে তাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজ (খাবার খাওয়া, জামাকাপড় পরা, বাথরুম ব্যবহার করা, দাঁত ব্রাশ করা প্রভৃতি) স্বনির্ভর হওয়ার জন্য শেখানো হয়, দেওয়া হয় প্রয়োজনীয় থেরাপিও। প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন দেরিতে জারি হয়। গত ১৫ জুন ২০২০ এ জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের পরিচালকের নির্দেশনা অনুসারে বিদ্যালয় বন্ধ থাকাকালে অনলাইনে ও টেলিফোনে শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, থেরাপিউটিক নির্দেশনা, পরামর্শ দান কার্যক্রম শুরু করার প্রসঙ্গে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ার পরে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যকর করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। দরিদ্র প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীরা স্মার্ট ফোন না থাকায় অনলাইন পাঠদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে না। যারা নিয়মিত বিশেষ বিদ্যালয়ে আসত, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পরও দীর্ঘদিন স্কুলের বাইরে থাকার কারণে তাদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে চ্যালেঞ্জ

প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুসারে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অনেকের নিয়মিত চিকিৎসা ও বিভিন্ন ধরনের থেরাপির (স্পিচ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, সাইকোলজিক্যাল থেরাপি, আচরণ থেরাপি ইত্যাদি) প্রয়োজন হয়।[৪০] কিন্তু কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে তাদের থেরাপি সেবা পাওয়ার সুযোগ ছিল না। এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে থেরাপি ও কাউন্সেলিং সেবা বন্ধ থাকায় এবং পরবর্তীতে এসব সেবা প্রদানের পরিসর সীমিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের চেয়ে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সার্বিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া হাসপাতালে সাধারণ ব্যক্তিদের পাশাপাশি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চিকিৎসা কার্যক্রম সীমিত ছিল। ফলে দুর্যোগকালীন সময়ে শারিরীক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এছাড়া কোভিড-১৯ টেস্টের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রে পৃথক সারি ও চিকিৎসার জন্য পৃথক হাসপাতাল নির্দিষ্ট করা হয় নি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোভিড হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চিকিৎসা করা হয় নি।

ত্রাণ ও সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অধিকাংশ কর্মহীন দরিদ্র পরিবারের পক্ষে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিকে বেসরকারিভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও থেরাপি দেওয়া সম্ভব হয় নি এবং চিকিৎসার জন্য সরকারি অর্থসাহায্য পাওয়া যায় নি। সরকারিভাবে ২,৫০০ টাকার অর্থ সহায়তার কর্মসূচিতে তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি এবং এক্ষেত্রে সমাজসেবা মন্ত্রণালয় কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। এসময় বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপশি সরকারিভাবে সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে ত্রাণ দেওয়া হয়। সরকারের পক্ষ থেকে অধিকাংশ এলাকায় শুধু যাদের কার্ড আছে তাদের ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। জন প্রতি বরাদ্দ ছিল ২৫০ টাকা - ১০০০ টাকা। এই টাকায় কোথাও চাল দেওয়া হয়েছে, কোথাও নগদ অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। কিন্তু যে চাল দেওয়া হয়েছিল তা

[৪০] বিস্তারিত দেখুন, *দৈনিক দেশ রুপান্তর*, 'করোনাকালে প্রতিবন্ধী শিশুরা', ১১ জুলাই ২০২০।

দিয়েছিল তা খুব নিম্নমানের কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিম্নমানের ছিল। এ সময় অধিকাংশ প্রান্তিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি যাদের সুবর্ণকার্ড নেই তারা আরও বেশি প্রান্তিক হয়েছেন এবং তাদের জীবন সংগ্রামে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। কোনো কোনো এলাকায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখায় তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.৬ অনিয়ম-দুর্নীতি

প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ ও সুবর্ণকার্ড সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি আছে। জরিপে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির কোনো পরিবারে কাউকে পাওয়া না গেলে পরবর্তীতে সেই পরিবারে সাথে জরিপকারীদের পুনরায় যোগাযোগের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা হয়ে ওঠেনি সময়ের অভাবে। অর্থাৎ জরিপের জন্য পর্যাপ্ত সময় না দিয়ে দায়সারাভাবে জরিপের কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। জরিপে সব ধরনের প্রতিবন্ধিতা শনাক্ত করা হয় না এমন অভিযোগ রয়েছে। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি হিসেবে তালিকাভুক্তি হতে হাসপাতালের চিকিৎসকের প্রত্যয়নপত্র নিতে হয়। কোনো কোনো সরকারি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার এবং তার সহকারীদের একাংশের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ কার্যক্রমে ১,০০০-১,৫০০ টাকা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। অধিকাংশ জেলা সদর হাসপাতালে প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ কার্যক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার "অনেক ব্যস্ত" থাকায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা সময়ক্ষেপণের পাশাপাশি হয়রানির শিকার হচ্ছে।

উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে তথ্যভান্ডারে নাম অন্তর্ভুক্তকরণে ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি বা তার নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে ১০০-২০০ টাকা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। স্থানীয় সংসদ সদস্য, সচিবালয়, জেলা প্রশাসন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ কর্তৃক তাদের আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত জন প্রকৃত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি না হওয়া সত্ত্বেও সুবর্ণকার্ড প্রদানের জন্য সমাজসেবা কার্যালয়ে তদবির করে। তদবিরের মাধ্যমে যাদের সুবর্ণকার্ড দেওয়ার কথা নয় তাদের কার্ড দেওয়া হচ্ছে। ফলে প্রকৃত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা সুবর্ণকার্ড পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুবর্ণ কার্ড করার জন্য সমাজসেবা কার্যালয়ে গেলে নাজেহাল হতে হয় এমন অভিযোগ করেছেন কোনো কোনো সেবাগ্রহীতা। যেমন, অনেক সময় তারা ফরম ছিঁড়ে ফেলে এবং সার্ভার নষ্ট হওয়ার অজুহাত দেখায়। এমন অভিযোগও আছে যে অতি দরিদ্র প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির কাছ থেকেও কোনো কোনো কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্তরা ৪০০-৫০০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায় করে। ইউনিয়ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের একাংশের বিরুদ্ধে সুবর্ণকার্ডের জন্য ১,০০০-৩,০০০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। আবার সুবর্ণকার্ড থাকা সত্ত্বেও প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা না পাওয়া এবং প্রাপ্য সুবিধা পেতে মধ্যস্থতা করার অভিযোগ রয়েছে।

প্রতিবন্ধী ভাতা সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি

মাঠপর্যায়ে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের ভাতা পাওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে জনপ্রতিনিধিদের স্বদিচ্ছার ওপর। ভাতা প্রাপ্তির কার্ড পেতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের একাংশ কর্তৃক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কাছ থেকে ১,০০০-৩,০০০ টাকা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ রয়েছে। টিআইবি পরিচালিত সেবাখাতে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ এর তথ্য বিশ্লেষণ অনুযায়ী ২৩.৪% খানাকে ভাতায় অন্তর্ভুক্ত হতে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়েছে (সারণি ৪)।

সারণি ৪: প্রতিবন্ধী ভাতায় অন্তর্ভুক্ত হতে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার

অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন	অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার খানা (%)
ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ	২৩.৪
সময়ক্ষেপণ	১৯.৩
স্বজনপ্রীতি	১১.০
প্রতারণা	৭.৯
প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপ	৫.২
আত্মসাৎ	৪.৮
ঘুষ দাবি	২.৭

সূত্র: টিআইবি পরিচালিত সেবাখাতে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ এর তথ্য বিশ্লেষণ অনুযায়ী

এছাড়া সময়ক্ষেপণ, স্বজনপ্রীতির ও প্রতারণার শিকার যথাক্রমে ১৯.৩% খানা, ১১%খানা এবং ৭.৯% খানা। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে যে নতুন ২ লক্ষ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ভাতার আওতায় এসেছে ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ভাতার অর্থের অংশবিশেষ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। প্রথমবার ভাতার বইয়ে সমাজসেবা কর্মকর্তার স্বাক্ষর লাগে বিধায় উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের একাংশ অর্থ আত্মসাতের সাথে জড়িত থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তির প্রথম কিস্তি পেতে ২৪%-৬৭% অর্থ আত্মসাৎ হয়ে থাকে।

সেবার খাতভেদে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির দুর্নীতির শিকার হওয়ার চিত্র

টিআইবি পরিচালিত সেবাখাতে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ এর তথ্য বিশ্লেষণ অনুযায়ী দেখা যায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা তাদের অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মতো সকল সেবা নিতেই অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকারসহ সকল ক্ষেত্রেই তারা কম-বেশি দুর্নীতির শিকার হয় (সারণি ৫)।

সারণি ৫: সেবার খাতভেদে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির দুর্নীতির শিকার হওয়ার চিত্র

সেবার খাত	সেবার ধরন	দুর্নীতির শিকার (%)	ঘুষের শিকার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	উপবৃত্তির তালিকাভুক্তি, বই প্রাপ্তি, ভর্তি/পুনঃ ভর্তি, প্রবেশপত্র	১১.৩	৮.০	২৫০
স্বাস্থ্য (সরকারি)	টিকিট ক্রয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শয্যা, হুইল চেয়ার ব্যবহার, ওষুধ	১৩.৬	৫.৫	২৩৬
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	বিভিন্ন ধরনের সনদ ও প্রত্যয়নপত্র, ভাতা, সালিশ	৩৪.৭	১৪.১	১৩৬১
ব্যাংকিং	ভাতা ও রেমিট্যান্স উত্তোলন	৪.২	১.৭	-*
সমাজসেবা কার্যালয়	শনাক্তকরণ ও সুবর্ণ কার্ড, ভাতা	১৭.৪	৮.৭	-*

*পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় বিশ্লেষণ করা হয় নি

পরিবহন ভাড়া সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি

গণপরিবহনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কার্ড থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত অর্ধেক ভাড়া না নিয়ে সম্পূর্ণ ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

ক্রয় সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক ক্রয়কৃত বিভিন্ন থেরাপি মেশিন এবং প্রতিবন্ধিতাসহ শিশু ও ব্যক্তিদের জন্য বিতরণকৃত সহায়ক উপকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নমানের, যদিও এ ধরনের ক্রয়ের জন্য যথাযথ আর্থিক বরাদ্দ থাকে।[৪১] ইতোপূর্বে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বিভিন্ন ধরনের উপকরণ দেওয়া হয়েছে যেগুলোর মান অনেক খারাপ, যেমন শ্রবণ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য দেওয়া হিয়ারিং এইড-এর মান খুবই খারাপ - সারাক্ষণ ভোঁ ভোঁ শব্দ করে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য দেওয়া ডিজিটাল সাদা ছড়ির মানও অনেক খারাপ বলে অভিযোগ রয়েছে, তবে পূর্বে এসব সহায়ক উপকরণের মান খারাপ থাকলেও বর্তমানে কিছুটা ভালো বলেও মতামত রয়েছে।[৪২] এছাড়া যেসব প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি নিজে হাঁটতে বা চলাফেরা করতে পারেন না তাদের জন্য হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়। সাধারণত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের নিজ নিজ মাপ অনুযায়ী হুইলচেয়ার প্রদান করার নিয়ম থাকলেও তা বিবেচনা করা হয় না। এসব কেন্দ্র থেকে প্রধানত দুই ধরনের হুইলচেয়ার দেওয়া হয় - শিশু ও বয়স্কদের। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব হুইলচেয়ার প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা ব্যবহার করতে পারেন না। অনেকক্ষেত্রে যেসব হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নমানের অভিযোগ রয়েছে ফলে কিছুদিন পর তা ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব অকেজো হুইলচেয়ার কেন্দ্রে ফেরত দিয়ে গেছে ব্যবহারকারীরা। এছাড়া প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একাংশের পরিচিত ও আত্মীয়দের বাসা ভাড়া নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যোগসাজশের মাধ্যমে উভয়পক্ষ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার অভিযোগ রয়েছে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব ভাড়া করা কেন্দ্রের অবকাঠামো প্রতিবন্ধিবান্ধব নয়।

[৪১] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা।

[৪২] *প্রাগুক্ত।*

এনজিওদের অনুদান সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন শর্তসাপেক্ষে এনজিওদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। সাহায্যপ্রাপ্ত এনজিওদের একাংশ ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে অনুদান পেয়ে থাকে। অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূতভাবে ২০,০০০-৭০,০০০ টাকা অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয় বিধায় এসব এনজিও অঙ্গীকারবদ্ধ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে না। উল্লেখ্য, যেসব প্রতিষ্ঠান প্রকৃত অর্থে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে তারা এ ধরনের অনুদান পাওয়ার জন্য আবেদন করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা তা পান না। ফলে এই অনুদানের টাকা প্রকৃত অর্থে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান রাখতে পারছে না।

সভার কার্যবিবরণী সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি

বছরের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো কোনো উপজেলা কমিটি সভা না করেই সভাপতিসহ সকলের স্বাক্ষর গ্রহণ করে সভার কার্যবিবরণী তৈরি করে। এক্ষেত্রে বাড়ি বাড়ি যেয়ে সাক্ষর নিয়ে আসা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশ

৫.১ উপসংহার

গবেষণায় দেখা যায়, নীতিগত ও আইনগতভাবে গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে বিদ্যমান কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তিমূলক নয় এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। রাষ্ট্রীয় বাজেটে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ বাস্তবসম্মত ও যথেষ্ট নয় এবং যে বরাদ্দ দেওয়া হয় তাও নানা অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে যথাযথভাবে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছায় না।

সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর নিয়মিত তদারকি ও নিরীক্ষা না হওয়ায় সেবা প্রদান কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি থাকায় অধিকাংশ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি মৌলিক মানবধিকার ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বিভিন্ন লক্ষ্য অনুসারে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠনসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও অংশগ্রহণের ঘাটতি রয়েছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, পরিবহন, সার্বিক অবকাঠামো, সম্পদের ওপর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতির কারণে উন্নয়নে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।

৫.২ সুপারিশ

ক. আইন সংক্রান্ত

১. আইন ও বিধিমালার সময়োপযোগী সংস্কার এবং আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে।

ক. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর আওতায়

- শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের গণপরিবহনে ওঠনামার ক্ষেত্রে র‍্যাম্পের বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে
- আইনটি কোন কোন আইনের উপর প্রাধান্য পাবে তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে
- পরিচয়পত্র ব্যতীত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫ এর আওতায়

- সকল কমিটিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া উল্লেখ করতে হবে
- কমিটিসমূহের সদস্যদের দায়িত্ব এবং কমিটিসমূহের সভার সময়সীমা সুনির্দিষ্ট করে কমিটিগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে
- কমিটিসমূহের সমন্বয়ের পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

গ. প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ এর আওতায়

- স্বীকৃত এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়কে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য সরকারি জমি লিজ দিতে হবে, ভবন তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে, এবং এ সংক্রান্ত ধারা ১৩ (৬) সংস্কার করতে হবে।

খ. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সংক্রান্ত

২. জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট খাতের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আলাদাভাবে বরাদ্দ রাখতে হবে এবং চাহিদার নিরিখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, গণশৌচাগারসহ সংশ্লিষ্ট সকল অবকাঠামো প্রতিবন্ধিবান্ধব করতে হবে।

৪. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য পৃথক ইউনিট করতে হবে যেখানে একজন ডাক্তার, নার্সসহ প্রয়োজনীয় জনবল থাকবে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণের ব্যবস্থাসহ চিকিৎসক, সমাজকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিশেষায়িত বিদ্যালয় এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিতে হবে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৭. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্য প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে।

গ. সংবেদনশীলতা, সমন্বয় ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

৮. সকল ধরনের দুর্যোগকালীন সময়ে প্রতিবন্ধিতাসহ শিশু ও ব্যক্তিদের জীবনধারণের মৌলিকা চাহিদা পূরণে (বিশেষত তাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা, খাদ্য সহায়তা) সরকারিভাবে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এসব উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠনকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৯. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কার্যকর প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

১০. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংঠনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. স্বচ্ছতা সংক্রান্ত

১১. সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তথ্যবহুল করতে হবে (বার্ষিক প্রতিবেদন, কমিটি সংক্রান্ত তথ্য, গৃহীত প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য) ও তথ্যসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রচার-প্রচারণা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া ওয়েবনির্ভর/অনলাইন সেবা, বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার, অ্যাপ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য অভিগম্য করতে হবে।

ঙ. জবাবদিহিতা ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত

১২. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী সকল কার্যালয়ে কার্যকর তদারকি এবং অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে জবাবদিহিমূলক নিয়মিত নিরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অন্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম তদারকির করতে হবে।

১৩. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট সকল কার্যালয় কর্তৃক অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অভিযোগ দায়েরের জন্য পৃথক হটলাইন চালু করতে হবে।

১৪. প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট সেবায় দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।